CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 March, 2024 ■ আগরতলা ২৮ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ১৪ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শক্তি পরীক্ষায় ইন্ডিয়া জোটকে পেছনে ফেলে দিল বিজেপি

মনোনয়ন জমা দিলেন বিপ্লব, আশীষ, দীপক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। সুবিশাল র‍্যালির মাধ্যমে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব এবং রামনগর উপনির্বাচনের প্রার্থী দীপক মজুমদারের মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে যাচ্ছেন। বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র পেশকে ঘিরে আগরতলায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা, মন্ত্রী রতন লাল নাথ , প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা সহ হেভিওয়েট হেভিওয়েট নেতৃত্বরা।

তাছাড়া, বিপুল পরিমাণ কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে এই মনোনয়নপত্র দাখিলের মিছিলে দেখা গিয়েছে। মিছিলে দলের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এককথায় আজকের এই মিছিল থেকে বিজেপি শক্তি প্রদর্শন করল। বলা যেতেই পারে ইন্ডিয়া জোটকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল গেরুয়া শিবির। অনেকটা সময় রাজপথ দখলে ছিল বিজেপি'র।

আজ বিভিন্ন মন্দিরে পূজা দিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করার জন্য রওয়ানা দেন ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের প্রার্থী দীপক মজুমদার। এদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে রাজ্যে এসেছেন হরিয়ানার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নায়ক সিং সাইনি এবং হারিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। তাঁদের এমবিবি বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিকে, লোকসভার পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। আজ শহরের রাজপথে সুবিশাল র‍্যালির মাধ্যমে প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন।

এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায়, মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, প্রদেশ বিজেপি রাজীব ভট্টাচার্য্য,তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন, হরিয়ানার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নায়ক সিং সাইনি এবং হারিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর।

অন্যদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে মনোনয়ন পত্র দাখিলে প্রত্যাশা অনুযায়ী ভিড় জমাতে পারেনি ইন্ডিয়া ব্লক। ফলে, শক্তি পরীক্ষায় বিপ্লবের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন আশিস। গোদের উপর বিষ ফেঁড়া, আসেননি সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস নেতা কানাইয়া কুমার। ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী আশিস কুমার সাহার দাবি, প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। আজ রাজপথে মিছিল করে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আয়োজনে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী আশিস কুমার সাহার জেলা শাসক ডাঃ বিশাল কুমারের নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর, রামনগর উপনির্বাচনের প্রার্থী রতন দাস, জরিতা লাইফাং সহ কর্মী সমর্থকরা। কিন্তু মনোনয়ন পত্র দাখিলে প্রত্যাশা অনুযায়ী ভিড় জমাতে পারেনি ইন্ডিয়া ব্লক। ফলে,লোকসভা নির্বাচনে শক্তি পরীক্ষায় বিপ্লবের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন আশিস। এদিন মিছিলে জনকয়েক কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাছাড়া, রাজ্যে আসেননি সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস নেতা কানাইয়া কুমার।

এবিষয়ে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী আশিস কুমার সাহার দাবি, প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। গভীর ষড়যন্ত্র করে রাজ্যে আসতে দেওয়া হয়নি সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস নেতা কানাইয়া কুমারকে, বলেন তিনি। তবে, প্রশাসনের তরফে এবিষয়ে কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

পূর্ব আসনে আজ মনোনয়ন জমা দেবে কীর্তি, ১লা এপ্রিল রাজেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। লোকসভা নির্বাচনের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা আজ দুপুরে ধলাই জেলা শাসক কার্যালয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন। দোলবাড়ি থেকে মিছিল শুরু হবে শেষ হবে ধোলাই জেলা কার্যালয়। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা, বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন প্রমুখ। এদিকে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং আগামী ১লা এপ্রিল মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন।

পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করার দিনক্ষণ পরিবর্তন করেছে ইন্ডি জোট। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডি জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং আগামী ২৮ মার্চ মনোনয়নপত্র জমা দেবে, এমনটাই কথা ছিল। তবে বিজেপি দলও একই দিনে মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছে। ফলে ধলাইয়ে ছোট জায়গার দরুন বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে, তা বিবেচনা করে এই দিনক্ষন পরিবর্তন করে ১লা এপ্রিল করা হয়েছে। এদিন একই ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডি জোটের সমর্থনকারীদের উপস্থিতিতে এই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ইন্ডিয়া জোটের রাজ্য শাখার ৮ টি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে আগামীদিনের বিভিন্ন কর্মসূচী স্থির করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। এদিনের বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে বিধায়ক বলেন, মনোনয়ন পত্র জমার অনুষ্ঠানে বিজেপি অর্ধেক জনগণকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এনেছে। তাই তাদের মধ্যে কোনো উৎসাহ ছিল না। কিন্তু ইন্ডি জোটের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল বলে দাবী করেছেন তিনি। বিধায়ক আরও বলেন, প্রশাসনের তরফে অনুমতি না দেওয়ায় সর্ব ভারতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনে বিজেপির রাজ্য প্রভারি অবিনাশ রায় খান্না

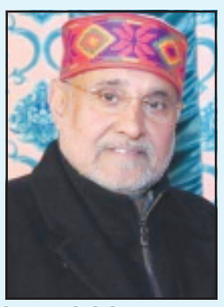

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের ১৮টি রাজ্যে নির্বাচনের পর্যবেক্ষক হিসাবে প্রভারের নাম ঘোষণা করল বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে। ত্রিপুরার প্রভার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অবিনাশ রায় খান্না। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা রাজ্য প্রভার হিসেবে অভিনাশ রায় খান্না কে নিযুক্ত করায় তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

তিন দলের সমন্বয় দেখে বামগ্রেসের মধ্যে কম্পন ঃ ডা: মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। বিজেপি, আইপিএফটি ও তিপরা মথার সমন্বয় দেখে বামগ্রেসের মধ্যে কম্পন শুরু হয়েছে। আজ মনোনয়ন দাখিল শেষে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভায় বামগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিনের ওই জনসভায় প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বর্মন দাবি করেন, তিপরা মথা, আইপিএফটি এবং বিজেপি একসঙ্গে ত্রিশূল হয়ে ত্রিপুরাতে একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরায় রাম রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন। এখন রাজ্যে চারিদিক শুধু রামময়। তাছাড়া, নরেন্দ্র মোদীর উপর জনগণে আস্থা রয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার দুটি লোকসভা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের ১০০ জয় নিশ্চিত।এদিন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বর্মন বলেন,আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিপ্রা মথা, আইপিএফটি এবং বিজেপি একসঙ্গে ত্রিশূল হয়ে ত্রিপুরাতে একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করবেন।এদিন তিনি বলেন, আমার বন্ধু বিপ্লব কুমার দেবকে আমি সমর্থন করি। বিপ্লব কুমার দেব পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।

তাঁর দাবি, লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে পুনরায় মোদী সরকার আসবে। ত্রিপুরার দুটি লোকসভা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।

পশ্চিম আসনের প্রার্থী আশীষ সাহার মনোনয়ন পত্র জমা দেবার সমর্থনে বুধবার আগরতলার রাজপথে বামগ্রেসের মিছিল। ছবি - নিজস্ব।

সাংবাদিক সম্মেলনে রিটানিং অফিসার

পশ্চিমে ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ৯টি মনোনয়ন জমা পড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে এখনো পর্যন্ত মোট নয়টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানালেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের রিটার্নিং অফিসার ডাঃ বিশাল কুমার।

এদিন তিনি বলেন, আজ বিজেপির পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, সাত রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী দীপক মজুমদার এবং কংগ্রেসের পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

১-ত্রিপুরা পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইতিমধ্যেই বহুজন মুক্তি পার্টির ব্রজলাল দেবনাথ, নির্দল প্রার্থী রমেন্দ্র রিয়াং, রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া (এ) এর অর্ণব রায়, নির্দল প্রার্থী বলরাম দেববর্মা, নির্দল প্রার্থী (আদি বিজেপি) মিলনপদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটের মুখে পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ মার্চ।। পানীয় জল এবং রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবিতে বুধবার পথ অবরোধ করলেন শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। বাবুরবাজার ও হীরাছড়ার মূল সড়ক অবরোধ করার ফলে ব্যাপক সংখ্যক যানবাহন অবরোধস্থলের দুপাশে আটকে পড়ে। তাতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

শ্রীনাথপুর ২ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে বুধবার দুপুর বেলা কৈলাসহর শ্রীনাথপুর এলাকায় বাবুরবাজার ও হীরাছড়ার মূল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

স্থানীয়দের অভিযোগ ,ওই এলাকায় পানীয় জলের বিরাট সংকট দেখা দিয়েছে। অটল জলধরার যোজনা থেকেও ওরা বঞ্চিত। পাশাপাশি ওই এলাকার রাস্তার ও বেহাল অবস্থা। রাস্তা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতকে দফায় দফায় লিখিত ও মৌখিকভাবে স্থানীয়রা জানানোর পরও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে শ্রীনাথপুর এলাকায় বাবুরবাজার ও হীরাছড়ার মূল সড়ক অবরোধ করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে তারকা প্রচারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.) ।। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে দলীয় প্রার্থীদের পালে হাওয়া তুলতে বিজেপির শীর্ষ তারকা প্রচারকের তালিকায় উত্তরপূর্বের দুই মুখ্যমন্ত্রী অসমের ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং ত্রিপুরার প্রফেসর ডা. মানিক সাহাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। বিজেপির ৪০ সদস্যের শীর্ষ তারকা প্রচারকের তালিকাভুক্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই দুই মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের দুই নেতা পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে পদ্ম দলের পক্ষে প্রচার করবেন।

প্রসঙ্গত, শীর্ষ তারকা প্রচারকের তালিকায় আরও যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্মৃতি ইরানি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ অন্যান্য হেভিওয়েট জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের নেতা।

তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা রয়েছেন সপ্তম স্থানে। প্রফেসার ডা. সাহা এর আগেও পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি ত্রিপুরায়ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে

প্রয়াত বিধায়কের স্ত্রীকে নিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন দীপক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে দীপক মজুমদার মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।এদিন তিনি সদর মহকুমা শাসক রঞ্জিত দাসের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

এদিন সকালে বিভিন্ন মন্দিরে পূজার দিয়ে মনোনয়ন দাখিল করার জন্য রওনা হয়েছিলেন। তারপর প্রার্থী সহ দলের কার্যকর্তা ও আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটররা প্রগতি স্কুল মাঠে জমায়েত হয়ে একটি র‍্যালির মাধ্যমে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে দিয়ে শহর পরিক্রমা করে সদর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গর্ত থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ মার্চ ।। একটি পরিত্যক্ত গর্ত থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিশালগড় সুকান্ত কলোনী এলাকা থেকে পচা গন্ধ পেয়ে সাধারণ মানুষ খোঁজাখুঁজির পড়ে দেখতে পায় এলাকার একটি পরিত্যক্ত গর্তে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে পুলিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৭০ ■ সংখ্যা ১৬৮ ■ ২৮ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ১৪ চৈত্র ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভয়ংকর প্রবণতা ?

ওষুধের দোকান এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলি অবাধে নানা অবৈধ কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। সরকারের হাতে ইহার নিয়ন্ত্রণ থাকিবার কথা থাকিলেও সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতেছে না সরকার ও প্রশাসন। সেই দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগাইয়া একাংশের ঔষধ ব্যবসায়ী এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর মালিকরা বেআইনী কাজকর্ম চালাইয়া যাইতেছে। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই ঔষধের দোকান হইতে নানা ঝুঁকিপূর্ণ ঔষধ সাধারণ মানুষের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। ঝুঁকিপূর্ণ ঔষধ সেবন করিয়া বহু প্রাণ অকালে ঝরিয়া যাইতেছে। বহু মানুষ ঔষধ সেবন করিয়া সুস্থ হইবার বদলে আরো জটিল রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলিতেও রোগ নির্ণয়ের অন্তরালে নানা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইতেছে। বেআইনিভাবে ভ্রূণ নির্ধারণ সহ নানা কেলেঙ্কারি ঘটিতেছে। এ ধরনের বহু ঘটনা প্রতিনিয়ত নজরে আসিতেছে। যৌনক্ষমতা বর্ধক ট্যাবলেট খাইয়া মর্মান্তিক পরিণতি ঘটিবার খবরও আখছার মিলিতেছে। হোটেলে বান্ধবীকে নিয়া গিয়াছিলেন নিজেদের মতো করিয়া সময় কাটাইবেন বলিয়া। একটা সময় উদ্দাম যৌনতার নেশা চাপিয়া বসে যুবকের মাথায়। মদ্যপানের পাশাপাশি ৫০ মিলিগ্রাম ডোজের দুটি ভায়াগ্রা ট্যাবলেট খাইয়া ফেলেন তিনি। যৌনক্ষমতা বর্ধক ট্যাবলেট খাইয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন যুবক! চিকিৎসকরা জানাইয়াছেন সেরিব্রোভাস্কুলার হ্যামারেজ হইয়া যাওয়ার কারণেই প্রাণ হারাইয়াছেন তিনি। সেই সঙ্গে চিকিৎসকরা এটাও জানাইয়াছেন যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ধরনের উত্তেজক ওষুধ কখনই খাওয়া উচিত নয়। যাহাদের শরীরে উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা রহিয়াছে, তাঁহাদের ক্ষেত্রে ডোজ বেশি হইয়া গেলে মাথায় অক্সিজেন কম পৌঁছাইতে পারে। হইতে পারে হার্ট অ্যাটাক। তাই চিকিৎসকদের সাবধানবাণী প্রেসক্রিপশন ছাড়া এমন ট্যাবলেট কখনই খাওয়া উচিত নয় তবে চিকিৎসকদের সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়াই এই ধরনের ভায়াগ্রা দেদার বিক্রি হইতেছে দেশজুড়িয়া। এছাড়া ব্যথা কমানোর জন্য রোগীদের শরীরের অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসকরা স্টেরয়েড মেডিসিন নিতে বলেন। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে মুড়ি-মুরকির মতো এগুলি বিক্রি হইতে দেখা যায়। প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধের দোকানগুলি তাহা বিক্রি করিয়া থাকে। এর ফলে সবার অজান্তে শরীরে বাঁধিতেছে রোগের বাসা। ওই যুবকের এমন মর্মান্তিক পরিণতি হইয়াছে বলিয়াই বিষয়টি নিয়া চর্চা শুরু হইয়াছে। তবে এটা আজ আর নতুন কোনও বিষয় নয়। যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তরুণ থেকে প্রৌঢ়, এমনকী বৃদ্ধদের একাংশ পর্যন্ত ভায়াগ্রার মতো ট্যাবলেট নিয়মিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কেউ হয়ত মারা যাইতেছেন না, কিন্তু শরীরে এগুলির জন্য কোন কোন রোগ ঠাঁই নিতেছে সেটা জানিতে পারিতেছেন না তাঁহারা। যখন জানিতে পারেন তখন কিন্তু দেরি হইয়া যাইবে। আসলে ভারতে এ বিষয়ে খাতায় কলমে কড়া আইন থাকিলেও বাস্তবে তাহার প্রয়োগ হয় না বলিলেই চলে। স্থানীয় প্রশাসন এক্ষেত্রে নীরব দর্শক হইয়া বসিয়া থাকে। আর একশ্রেণির ব্যবসায়ী মুনাফা লোটার জন্য আইন কানুনের তোয়াক্কা না করিয়া প্রেসক্রিপশন ছাড়াই বিক্রি করিয়া চলিয়াছেন ভায়াগ্রার মতো ট্যাবলেট। নাগপুরের ঘটনার পর হয়ত এ বিষয়ে একটু লোকদেখানো ততপরতা বাড়াইবে প্রশাসন। তাহার পর সব কিছু আগের মতোই হইয়া যাইবে। তাই মানুষ সচেতন না হইলে এইভাবে জীবনের ঝুঁকি কিন্তু থাকিয়াই যাইতেছে।

স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের প্রয়াণে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, বেলুড় মঠের ভক্তদের প্রতি জানালেন সমবেদনা

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ প্রয়াত হয়েছেন। মঙ্গলবার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ৮টা ১৪ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে ২৯ জানুয়ারি থেকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দ। স্বামী আত্মস্থানন্দের জীবনাবসানের পরে ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি দায়িত্ব নেন। গত ২৯ জানুয়ারি মুত্রনালিতে সংক্রমণের কারণে তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো হয়েছিল। ক্রমে সেপটিসেমিয়ায় আক্রান্ত হন স্বামী স্মরণানন্দ। শ্বাসকষ্টও দেখা দেয়। ৩ মার্চ আচমকা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। গত ১৩ মার্চ ছোট অস্ত্রোপচার করে কৃত্রিম ভাবে শ্বাসকার্য্যের জন্য একটি নল ঢোকানো হয় তাঁর শ্বাসনালিতে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, কিডনিতেও সমস্যা হয়েছিল তাঁর।

স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের প্রয়াণে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিছু দিন আগেই সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তাঁকে দেখে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলে শোক ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দ জি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, যিনি আধ্যাত্মিকতা এবং সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অগণিত হৃদয় ও মননে অমলিন ছাপ রেখে গিয়েছেন। বেলুড় মঠের অগণিত ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা।

মমতা সম্পর্কে দিলীপের মন্তব্যে আপত্তি বিজেপির, শোকজ জে পি নাড্ডার

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। দিলীপের কদর্য মন্তব্যের জন্য তাঁকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে শোকজ নোটিস ধরানো হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব এ হেন আচরণের ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়েছে দলের তরফে। মঙ্গলবার গভীর রাতে দিলীপকে এই শোকজ পাঠানোর বিষয়ে জানা যায়।

বিজেপির মহাসচিব অরুণ সিংয়ের স্বাক্ষরিত ওই শোকজ নোটিসে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি দিলীপের মন্তব্যের নিন্দা করে বলা হয়েছে, "মাননীয় দিলীপ ঘোষ, আপনার আজকের বক্তব্য অশোভনীয় এবং অসংসদীয়। ভারতীয় জনতা পার্টির নীতির পরিপন্থীও। দল এই বক্তব্যের নিন্দা করছে। সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্দেশানুসারে আপনি যত দ্রুত সম্ভব আপনার আচরণের ব্যাখ্যা দিন।" উল্লেখ্য, দুর্গাপুর শহরে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ মঙ্গলবার মমতাকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। এলাকায় স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণের সময় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদকে আক্রমণ করার পাশাপাশি মমতাকেও আক্রমণ করেন দিলীপ। তিনি বলেন, "বিহার, ইউপি থেকে দিদি গোয়াতে গিয়ে বলেন গোয়ার মেয়ে। ত্রিপুরাতে গিয়ে বলেন ত্রিপুরার মেয়ে।" এর পরেই তিনি মমতার উদ্দেশে কুরুচিকর ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ।

অণুজীবের বিশ্ব

ইকরামুল করিম

অণুজীবকে পৃথিবীর সব জীবনের ভিত্তি বলা যেতে পারে। আমরা যে বাতাসে শ্বাস নিই, যে মাটির ওপর নির্ভর করি কৃষি কাজের জন্য, যে পানীয় পান করি, যে প্রক্রিয়ায় খাদ্য পরিপাক করিমোট কথা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবই অণুজীবের কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পৃথিবীর সব জায়গায় রয়েছে অণুজীব। এই অণুজীবরা মানুষের ত্বকের পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ার এবং গভীর সমুদ্রপৃষ্ঠের হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট পর্যন্ত বিস্তৃত।

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ জেনে বা না জেনে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব থেকে নানা ধরনের উপকার পেয়ে আসছে। অতীতে মানুষ এ উপকারকে জাদু বলে মনে করত। আঙ্গুর থেকে কীভাবে ওয়াইন হয়, গম থেকে কীভাবে বিয়ার হয়, কিংবা দুধ থেকে কীভাবে পনির হয়এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অণুজীবঘটিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে আঠারো শতকের মানুষ ছিল অজ্ঞাত। এ নিয়ে তাদের মনে কোনো প্রশ্ন তৈরি হয়নি।

১৬৬৫ সালে ইতালিয়ান বিজ্ঞানী জিরোলামো ফ্রাকাস্টোর 'থিওরি অব কন্টেজিয়াস ডিজিজ'তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। এতে অণুজীব গঠিত প্রক্রিয়া বুঝতে সুবিধা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ডাচ বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুককে তাঁদের যুগান্তকারী কাজের জন্য অণুজীববিজ্ঞানের স্থপতি বলা হয়। ১৬৬৫ থেকে ১৬৭৮ সালের মধ্যে রবার্ট হুক প্রথম অণুজীবের চিত্র উপস্থাপন করেন। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে লিউয়েনহুক প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে জীবন্ত অণুজীব পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। যদিও এই আশ্চর্যজনক সাফল্য তাৎক্ষণিক সমসাময়িক মানুষজন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ তখন অনেকেই স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল। এ ধারণা বলে, অজৈব বস্তু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীব তৈরি হয়।

মানুষের ৯০ শতাংশ রোগব্যাধি কোনো না কোনোভাবে অন্ত্রস্থ অণুজীবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সত্যিকার অর্থে অণুজীববিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হতে প্রায় ১৫০ বছর লেগেছে। আর অণুজীববিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রার জন্য লুই পাস্তুর, এডওয়ার্ড জেনার, আলেকজান্ডার ফ্লেমিংসহ অনান্যদের আন্তরিক সাধুবাদ জানানো প্রয়োজন। কারণ তাঁরা অণুজীবকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

গত ১০০ বছরে অণুজীববিজ্ঞানের অভাবণীয় অগ্রগতি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন ক্রিসপার-ক্যাস ৯-এর মতো পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছেন। নিপুণভাবে অণুজীবকে পরিবর্তন করে দুরারোগ্য রোগব্যাধি,যেমন ক্যান্সার নিরাময়ে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে স্বল্প সময়ে অধিক নিত্য ব্যবহার্য শিল্পসামগ্রী উৎপাদন করতে হয় এবং কীভাবে শিল্পবর্জ্য দূষণ নিরাময় করতে হয়, এগুলো তাঁরা এখন জানেন। মানব ইতিহাসের অন্যতম একটি মাইলফলক হলো ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের শুরু করা দ্য হিউম্যান মাইক্রোবায়োম প্রজেক্ট। মানবদেহের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন অণুজীব সম্পর্কে জানা এবং সে সব অণুজীবের মানবস্বাস্থ্য ও রোগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা দেখাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। অবাক করা বিষয় হলো, মানবদেহের নিজস্ব কোষের তুলনায় অণুজীবের সংখ্যা অনেক বেশি। এর অণুপাত ১০: ১। আরও অবাক করার বিষয়, এই অণুজীবের ৯৫ শতাংশের আবাস্থল মানুষের অন্ত্র। এ থেকেই অনুমেয়, মানুষের স্বাস্থ্য ও রোগে অণুজীবের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের ৯০ শতাংশ রোগব্যাধি কোনো না কোনোভাবে অন্ত্রস্থ অণুজীবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর কলামিস্ট ও লেখক কার্ল জিমারের আ প্লানেট অব ভাইরাস পড়লে অনুধাবন করা যায়, এইচআইভি, মার্স ও ইবোলার মতো আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীবের রয়েছে পৃথিবী পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা। কোভিড ১৯ মহামারি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও অণুজীব মানেই জীবাণু নয়, যা সবসময় রোগব্যাধি সৃষ্টি করে। ১৯ শতকে গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কার এবং বিশ শতকের শুরুতে পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার ওষুধ শিল্পে অণুজীব ব্যবহারের প্রাথমিক অগ্রগতি বলা যেতে পারে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরণের অতি সহনশীল অণুজীব ব্যবহার করে পরবর্তী প্রজন্মের শিল্প-জীব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে চলেছেন। বর্তমানে সহস্র অণুজীবঘটিত যৌগ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা বহুলভাবে অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিফাংগাল ড্রাগ হিসেবে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়াও অণুজীবভিত্তিক সাপ্লিমেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে রোগ নিরাময়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ২০২৩ সালের শুরুর দিকে প্রথম সেবনযোগ্য অণুজীবভিত্তিক সাপ্লিমেন্ট '-১৯' অনুমোদন দিয়েছে। এটি ক্লোস্টিডায়োডেস ডিফসাইল ব্যাকটেরিয়া-সৃষ্ট ডায়রিয়া নিরাময়ে কাজ করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও প্রকৃতিতে অণুজীবের অস্তিত্ব ও ভূমিকা অতুলনীয়। অণুজীবরা প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান ও জৈবরাসায়নিক চক্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলো বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ত্যাগ করে ও ক্ষতিকর গ্রিন হাউস গ্যাস শোষণ করে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান নাইট্রোজেন সরবরাহ করে এবং মৃত জৈব-সামগ্রী প্রক্রিয়াজাত করে নতুন জীবন বিকাশে পুষ্টি সরবরাহের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ছাড়াও বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় টেকসই পরবর্তী প্রজন্মের জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনে সালোকসংশ্লেষী অণুজীবযেমন ক্ষুদ্র শৈবাল ও সায়ানোব্যাকটেরিয়াব্যবহৃত হচ্ছে।

শিল্পক্ষেত্রেও অণুজীবের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, যেমন পাউরুটি, দই, পনির, প্রক্রিয়াজাত মাংস, এনজাইম ও পানীয় ইত্যাদি উৎপাদনে অণুজীব ও তাদের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরণের অতি সহনশীল অণুজীব ব্যবহার করে পরবর্তী প্রজন্মের শিল্প-জীব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে চলেছেন। আর অতি সহনশীল অণুজীবের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে, আকরিক থেকে বিভিন্ন অণুজীবঘটিত জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মূল্যবান ধাতু, যেমন কপার, সোনা ও ইউরেনিয়াম আহরণ করা। এটি বায়োমাইনিং নামে পরিচিত। বিশ্বের সবচেয়ে বড় কপার বায়োমাইনিং কোম্পানি বায়োসিগমা। এতে চিলির আতাকামা মরুভূমি থেকে পাওয়া আকরিক থেকে অতি সহনশীল অণুজীব ব্যবহারের মাধ্যমে কপার উৎপাদন করা হয়। এ জন্য ব্যবহৃত হয় অ্যাসিডোথিওব্যাসিলাস ফেরোক্সিডানস এবং থিওব্যাসিলাস ফেরোক্সিডানস।

একুশ শতকের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগগুলোর একটা হলো, বহির্জাগতিক প্রাণের সন্ধান করা। এলিয়েন সভ্যতার সূত্র খোঁজার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা রাতের আকাশে রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করেন।

বর্তমানে বিশ্বের ২০ শতাংশ কপার উৎপাদন করা হয় বায়োমাইনিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, মহাকাশবিজ্ঞানীরা বায়োমাইনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মহাশূন্যে গ্রহাণুপুঞ্জ বা ভিনগ্রহ থেকে বিরল মৃত্তিকা মৌল আহরণের চিন্তাও করছেন। ২০১৯ সালে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা ইসা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে 'বায়োরক' নামে একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, স্ফিঙ্গোমোনাস ডেসিকাবিলিস নামের একধরনের ব্যাকটেরিয়া চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহে ব্যাসাল্ট থেকে বিরল মৃত্তিকা মৌল আহরণ করতে পারে। একুশ শতকের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগগুলোর একটা হলো, বহির্জাগতিক প্রাণের সন্ধান করা। এলিয়েন সভ্যতার সূত্র খোঁজার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা রাতের আকাশে রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করেন। কিন্তু অণুজীববিজ্ঞান কি অন্যান্য গ্রহ, গ্রহাণু কিংবা গভীর মহাকাশে জীবন বা প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলতে বা ধারণা দিতে পারে? বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন, অতি সহনশীল বা এক্সট্রিমোফিলিক অণুজীবরা পৃথিবীতে বিভিন্ন চরমভাবাপন্ন পরিবেশে যেভাবে নিজেদের অভিযোজিত করে বেঁচে থাকে, তা অনেকটা ভিনগ্রহের চরমভাবাপন্ন পরিবেশের মতো। অদূর ভবিষ্যতে এটি বহির্জাগতিক প্রাণের অনুসন্ধানের খোরাক হতে পারে কিংবা এমন কোনো বহির্বিশ্বের সন্ধান দিতে পারে, যেখানে আগে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের লেক ভস্টকে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অণুজীবের ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কার করেছেন। এটা অনেকটা বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপার মতো হিমশীতল ও অলিগোট্রপিক পরিবেশের সমতুল্য। অন্যদিকে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত উষ্ণ স্রোতে হাইপারথার্মোফিলিকের মতো অতি সহনশীল অণুজীব অবিষ্কার আমাদের প্রতিবেশী মঙ্গলগ্রহের অনুরূপ পরিবেশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ওদিকে শনির চাঁদ টাইটানে অ্যামোনিয়া ও মিথেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত পরিবেশে অ্যামোনিয়াম ও মিথেন একত্রিত হয়ে জৈব যৌগ গঠন করতে পারে এবং গভীর সাগরের তলদেশের উষ্ণ স্রোতে অনুরূপ এক্সট্রিমোফিলিক অণুজীব এই মিথেনসমৃদ্ধ পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে। মঙ্গলের মাটির মতো একই রকম উপাদান দিয়ে তৈরি মাধ্যমে (ইংরেজিতে বলে মিডিয়াম, গবেষণাগারে অণুজীব চাষের জন্য তৈরি বিশেষ বৃদ্ধিবর্ধক খাবার) এ মিথানোজেনস চাষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব আরকানসাসের একদল বিজ্ঞানী প্রাথমিকভাবে দেখিয়েছেন, মঙ্গলের মাটিতে প্রাণ বা জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

প্রাণ বা জীবনের সঙ্গে অণুজীবের বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। তাই বলা যায়, অণুজীবের মাধ্যমে জীবনের উৎপত্তি, বিকাশ এবং অণুজীবের মাধ্যমেই জীবনের বিনাশ।

সাহিত্যের বিষয়-আশয়

সায়ীদ আবুবকর

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব সাহিত্যই আদর্শআশ্রিত। কারণ, সাহিত্য মানুষেরই জন্য। দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব, সভ্যতার সংকট, আত্মার মুক্তি, স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবেই দখল করে নেয় সাহিত্যের বিস্তীর্ণ জমিন। প্রত্যেক লেখক তাঁর সাহিত্য সৃজন করে চলেন তাঁর বিশ্বাসের জায়গা থেকে। কোনো উপন্যাস কিংবা মহাকাব্যে লেখকের উপস্থিতি টের পাওয়া না গেলেও সেখানে তিনি অবস্থান করেন স্রেফ বর্ণনাকারী হিসেবে। তাঁর বর্ণনার দৃষ্টিভঙ্গি দেখে বুঝে নেওয়া যায় তিনি কোন দলের কিংবা কোন মতাদর্শের। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যখন তাঁর লালসালু-তে এরকম করে বলেন, 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের চেয়ে আগাছা বেশি', তখন ধর্ম-ব্যবসায়ী মজিদকে যেমন চেনা হয়ে যায় তেমনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকেও চেনা হয়ে যায়। ইলিয়াড মহাকাব্যে হোমারকে অবশ্য অত সহজে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ, প্রতিটা চরিত্রের মধ্যে তিনি নিজেকে এমনভাবে বিলীন করে দিয়েছেন যে, হোমারকে কখনো ট্রোজানপন্থী, আবার কখনো গ্রিকপন্থী বলে মনে হয়। হোমারের তুলনা তাই হোমার নিজেই।

মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ই সাহিত্যের বিষয় হতে পারে। বিশ্বের যেসব সাহিত্য চিরায়ত সাহিত্য হয়ে উঠেছে, তাদের দিকে তাকালেই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যের একটি রামায়ন। বাল্মীকি তাঁর হৃদয়ের রঙ লাগিয়ে রামের যে-জীবনকাহিনী রচনা করে গেছেন কবিতার ছন্দে, তা ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে জাতিবিশেষের কাছে পূজনীয় হলেও তার সামগ্রিক আবেদন কিন্তু সাহিত্যিক; যে-কোনো ধর্মের, দেশের ও ভাষার মানুষের জন্যে এটা এক আনন্দদায়ক সাহিত্যসম্পদ। হোমারের ইলিয়াড কেবল রোমাঞ্চকর প্রেমকাহিনীই নয়, এটা যুদ্ধ, ধর্ম, দেশপ্রেম ও ন্যায়- অন্যায়বোধের এক আশ্চর্য পুরাণ, যা আমাদেরকে কাঁদায়, ভাবায় ও মানবিক করে। সফোক্লিসের দ্য ইডিপাস রেক্স রাষ্ট্রনীতি, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি বিষয়কে ধারণ করে আড়াই হাজার বছর ধরে বিনোদন প্রদান করে চলেছে বিশ্ববাসীকে। এডমান্ড স্পেন্সারের দ্য ফেয়ারি কুইন মূলত ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথকে নিয়ে রচিত প্রশংসাগাথা। এটি একটি ধর্মীয় রূপককাহিনীও। খ্রিস্টানধর্মের নানা গুণাবলিকে নানা চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে স্পেন্সার এখানে মহিমান্বিত করেছেন রানী এলিজাবেথকে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ধর্মীয় ভক্তি, প্রেম ও রতির এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য যুদ্ধ ও দেশপ্রেমের এক অনিন্দ বীরত্বগাথা। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি গ্রাম্য দীনহীন খেটে খাওয়া মানুষের এক করুণ জীবনকাহিনী। সোল বোলের সিজ দ্য ডে আত্মকেন্দ্রিক নগরসভ্যতার প্রেমহীন জীবনের এক আধুনিক ট্রাজেডি, যেখানে ধনকুবের পিতা সামান্য আর্থিক সাহায্য নিয়েও এগিয়ে আসতে অস্বীকার করে হতাশা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত পুত্রের দুর্দিনে। অতএব, দেখা যাচ্ছে, যে-কোনো বিষয় নিয়েই সাহিত্য হতে পারে। উঁপরতলার মানুষকে নিয়ে যেমন হয়, নিচতলার মানুষকে নিয়েও তেমনি হয়। তৌফিক আল হাকিম হজরত মুহম্মদ (সা.)কে নিয়ে যেমন সফল নাটক মহম্মদ দ্য প্রফেট রচনা করে গিয়েছেন, তেমনি নিকোলাই অস্ত্রভস্কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে নিয়ে রচনা করে গিয়েছেন অমর সাহিত্য ইস্পাত। ফলে দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে যেমন সুসাহিত্য হয়, তেমনি সমাজতন্ত্র নিয়েও মহৎ সাহিত্য হয়। আসলে বাঁশি ভালো বাদকের হাতে পড়লেই তা সুন্দর সুর তুলতে থাকে, সে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমির হাতে পড়লেও যা, জর্জ বার্নাড শ-র হাতে পড়লেও তাই। কিন্তু এ বাঁশি যখন বঙ্কিমের হাতে পড়ে কিংবা সালমান রুশদির হাতে পড়ে, বাঁশি তখন বিষিয়ে ওঠে, তার সুরে তখন বিষাক্ত হয়ে পড়ে বিশ্বের বাতাস। ভাসিলি ইয়ানের এগারো বছরের অকৃত্রিম সাধনার ফসল অমর ঐতিহাসিক উপন্যাস চেঙ্গিজ খান, যেখানে সত্যের সাথে একটুও বিশ্বাসঘাতকতা করেননি তিনি, খরেজমশাহ ও চেঙ্গিজ খানের ইতিহাসের প্রতি সমান বিশ্বস্ত থেকে রচনা করে গেছেন মানবসভ্যতার নিষ্ঠুরতম বীরের কাহিনী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করে জন্ম দিয়ে গেছেন কাল্পনিক ঐতিহাসিক উপন্যাস, যেখানে খলচরিত্রকে বানানো হয়েছে নায়ক, নায়ককে খলচরিত্র এবং এর পরতে পরতে বোনা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বীজ। সালমান রুশদি পাশ্চাত্যের মৌলবাদী শক্তির অর্থায়নে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ধর্মকে আক্রমণ করে রচনা করেছেন যে স্যাটানিক ভার্সেস, যা দিয়ে রূপকার্থে বুঝাতে চেয়েছেন প্রফেট মুহম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ পবিত্র কোরানকে, সেটি আসলে নিজেই 'শয়তানের পদাবলি' হয়ে রুশদিকেই বানিয়েছে শয়তান এবং এভাবে তিনি খারিজ হয়ে গেছেন সাহিত্যের জগৎ থেকে। মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ও মানবিক আবেদন সৃষ্টি করে রচিত না হলে সে-সাহিত্য কখনো সাহিত্যের মর্যাদা পায় না, জঞ্জাল হিসেবে তা জায়গা করে নেয় ঘৃণার ডাস্টবিনে। বঙ্কিম ও রুশদির সাহিত্যের পরিণতিও হয়েছে শেষ পর্যন্ত তাই।

আধুনিককালে আরেকটি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে, তা হলো অশ্লীলতা। সাহিত্যের নামে এক ধরনের পর্নোগ্রাফিই রচিত হতে দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে, যেখানে মানবিক হৃদয়বৃত্তির চেয়ে শারীরিক আবেদনই সক্রিয় বেশি, যা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের উপযোগী তো নয়ই, রুচিশীল মানুষের পাঠ্যতালিকায়ও যা ঠাঁই পাওয়ার অধিকার রাখে না। এ ধরনের সাহিত্যের জনক লর্ড বায়রন, নাকি ডি এইচ লরেন্স, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। কবিতার ক্ষেত্রে ধরলে বায়রন, কথাসাহিত্যে লরেন্স। বায়রনের ডন জুয়ান প্রাকরণিক দিক দিয়ে একটি সফল মক-এপিক; যেমন এর ভাষা, তেমন এর ছন্দ, তেমনি অন্ত্যমিল; এককথায়, শিল্প হিসেবে অসাধারণ। কিন্তু যদি ওঠে বিষয়ের কথা, তাহলে বলতেই হয়, এটি মোটেও মহৎ ও সভ্য বিষয়কে ধারণ করে না। শ্রেণিকক্ষে কোনো শিক্ষকই এটা পাঠদানকালে স্বস্তি বোধ করেন না। এর ঘটনা ও বিষয়বস্তু পাঠক ও শ্রোতা উভয়কেই বিব্রত করে তোলে। আমাকে যখন কোনো বুদ্ধিমান মেধাবী ছাত্র প্রশ্ন করে বসে, 'ডন জুয়ান তাহলে আমরা কেন পাঠ করবো?' তখন আমার কেবল এটুকুই বলার থাকে যে, এর ভাষাশৈলী দ্যাখো, ছন্দ-অন্ত্যমিল ও অলঙ্কারের কারুকাজ দ্যাখো। একজন মানুষ কতটুকু দেখতে চায়, তা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তাঁর 'মোনালিসা' অঙ্কন করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। মোনালিসাকে যদি লিওনার্দো বিকৃত রুচির শিল্পীদের মতো দিগম্বর করে অঙ্কন করতেন, তাহলে কি এটা আরো আকর্ষণীয় হতো, মানুষের ড্রয়িংরুমের দেয়ালে দেয়ালে আরো বেশি শোভা বর্ধন করতো এটি? মনে হয় না। বহু সাধনা করে যে-পোশাক আবিষ্কার করে শরীর ঢেকেছে মানুষ এবং শরীর আবৃত করে হয়েছে আরো সুন্দর, তা খুলে ফেলে পশুর মতো কুৎসিত হওয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ডি এইচ লরেন্স তাঁর দ্য রেইনবো কিংবা লেডি চ্যাটারলিস লাভার উপন্যাসে যৌনতার যে-রগরগে বর্ননা দিয়ে উত্তেজিত করেছেন পাঠকদেরকে, তার সাহিত্যমূল্য কতটুকু, তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে। একই ধারা অনুসৃত হতে দেখি আমরা আধুনিককালের নোবেলবিজয়ী ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল মার্কুয়েজের মধ্যে। মার্কুয়েজ বোধহয় ভালো মতো অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আধুনিক সাহিত্যপাঠকদের মন-মানসিকতা, ফলে তিনি মনের মাধুরি মিশিয়ে জাদুবাস্তবতার নামে পরিপূর্ণ করে তোলেন তাঁর গল্প ও উপন্যাস প্রেম, যৌনতা ও এক প্রকারের কাল্পনিক রোমাঞ্চকর লোকজ ইতিহাসের মাল-মসলা দিয়ে। মার্কুয়েজের সাহিত্যের এক ধরনের তীব্র সম্মোহনী শক্তি আছে, যেরকম সম্মোহনী শক্তি থাকে একজন কামপীড়িত সুন্দরী রমণীর একজন শক্তিমান পুরুষের উপর। আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, মার্কুয়েজের শত বছরের নিরবতা-র বিশেষত্ব কী? আমি বলবো, এর ভিতরকার অযাচার যৌনতা, এর শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী ও লেখকের আশ্চর্য বর্ণনাশৈলী; কিন্তু এতে কোনো মহৎ মানবিক আবেদন নেই; ইনচেস্টের মতো নিষিদ্ধ যৌনতাকে এখানে প্রাধান্য দেওয়ায় এটি শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদা হারিয়েছে। এটাকে বড়জোর সফল এডাল্ট-সাহিত্য বলা যেতে পারে, যদি আদৌ সাহিত্যকে এডাল্ট আন-এডাল্ট এভাবে চিহ্নিত করা যায়। চিরায়ত সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীন গ্রিকসাহিতে ট্যাবু-সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ইডিপাস রেক্স নাটকে অন্ধ সুথসেইয়ার টাইরেসিয়াস প্রমাণ করে দেখান যে, অদৃষ্টই ইডিপাসকে প্রতারিত করেছে এবং যে-রানীর গর্ভে তার চার-চারটি সন্তানের জন্ম, সে আসলে তারই জন্মদাত্রী। কাহিনীটা অস্বাভাবিক হলেও নাটকের কোথাও যৌনতার লেশমাত্র নেই। ফলে পাঠক কিংবা দর্শক এক মুহূর্তের জন্যেও অস্বস্তি বোধ করেন না, বরং ইডিপাসের ভাগ্যবিড়ম্বনায় তারই প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে ওঠেন। সেনেকা তাঁর ফেড্রা নাটকে আরেকটি অস্বাভাবিক সম্পর্ক তুলে ধরেছেন, যা সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। রাজা থেসিউসের রানী ফেড্রা প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন তারই স্টেপ-সন হিপোলিটার প্রতি, যা করুণ পরিণতি ডেকে আনে রানী ফেড্রা ও নিরপরাধ হিপোলিটার জীবনে। এই নাটকে সেনেকা দেখিয়েছেন যে, রাজা থেসিউসের অনুপস্থিতিতে রানী ফেড্রা সুকৌশলে প্রণয় নিবেদন করছেন হিপোলিটাকে, অনেকটা ইউসুফের প্রতি জুলেখার আসক্ত হয়ে পড়ার মতো ব্যাপার। কিন্তু নাটকের মধ্যে আমরা সেনেকার প্রেম-কাতরতা দেখতে পাই, কাম-কাতরতা নয় মোটেও, যেজন্যে দর্শক অথবা পাঠক কারো মধ্যে অস্বস্তির উদ্রেক হয় না। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম সফল ঔপন্যাসিক হেনরি ফিল্ডিং তাঁর টম জনস উপন্যাসে টমের বহুগামিতার বর্ণনা দিয়েছেন। যে জেনি জনস নিজেকে স্কয়ার অল-অরদির বেড়ে খুঁজে পাওয়া শিশু-টমের মা বলে পরিচয় দিয়েছিল এবং যে-কারণে অল-অরদি তাকে বিতাড়িত করেছিল তার গ্রাম থেকে, সেই জেনি জনস পরবর্তীতে নাম ধারণ করে মিসেস ওয়াটার্স। টম জনস যখন নায়িকা সোফিয়ার সন্ধানে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল, পথিমধ্যে সে মিসেস ওয়াটার্সকে উদ্ধার করে ডাকাতদের হাত থেকে; অতঃপর একটি সরাইখানাতে তারা একত্রে রাত্রিযাপন করে এবং রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে। পরে যখন জানাজানি হয়ে যায় যে, এই মিসেস ওয়াটার্সই হলো জেনি জনস, তখন টমের বিরুদ্ধে ইনচেস্টিয়াস সিনের অভিযোগ ওঠে। জেনি জনস তখন তার আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেয় এবং জানায় যে, টমের প্রকৃত মা স্কয়ার অল-অরদির আপন বোন মিস ব্রিজেট। এভাবে সে টমকে উদ্ধার করে কলঙ্কের হাত থেকে। হেনরি ফিল্ডিং এ ধরনের অনৈতিক শারীরিক সম্পর্কের কাহিনী তাঁর উপন্যাসে আনার কারণ হলো, তিনি তৎকালীন সমাজজীবনকে পুরোপুরি চিত্রিত করতে চেয়েছেন এবং জীবনের সামগ্রিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই যে পাপের বীজ বপন করে গেলেন ফিল্ডিং তাঁর টম জনস-এ, তা মহীরূহ ধারণ করে ছায়া বিস্তার করে পরবর্তীকালের পাশ্চাত্যসাহিত্যে। সাহিত্য তো জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু জীবনের সব ছবিই কি সবাইকে খুলে খুলে দেখানো যায়? এর নিশ্চয়ই একটা সীমানা আছে, যার বাইরে গেলে সভ্যতা-ভব্যতা খুইয়ে ফেলতে হয়। সাহিত্য যেমন জীবনকে দেখতে শেখায়, জীবনকে নিয়ে তেমনি ভাবতেও শেখায়; সে-ভাবনা যদি মহৎ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত না হয়, অনর্থক হয়ে গেল তা। আর অনর্থক জিনিস সৃষ্টি করে কখনো মহৎ লেখক হওয়া যায় না। মানুষের সাথে, জীবনের সাথে যার সম্পর্ক আছে, তা-ই হলো সাহিত্য। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার গান যে-মাধ্যমে পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত হয়, তা-ই সাহিত্য। তবে সাহিত্যে শরীরের কথা থাকবে, নাকি হৃদয়ের কথা থাকবে, নাকি শরীর ও হৃদয় অঙ্গাঙ্গিভূত হয়ে বিকশিত হবে, সেটা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। শরীরের সৌন্দর্য আছে, হৃদয়ের সৌন্দর্য আরো অধিক। শরীর ক্ষয়িষ্ণু ও নশ্বর; হৃদয় অবিনশ্বর। শারীরিক চেতনার সাহিত্য মানুষকে রতিক্রিয়ার মতো সাময়িক আনন্দ দেয়; কিন্তু হৃদয়বৃত্তিক সাহিত্যের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। শারীরিক হোক আর মননশীল হোক, যদি তা স্বতঃস্ফুর্তভাবে মানবিক আবেদন থেকে সৃজিত হয়, তাহলে তা হয়ে ওঠে সার্বজনীন। সাহিত্যে যদি ফিজিক্যাল, ইনটেলেকচুয়াল ও স্পিরিচুয়াল--তিনটি বিষয়ই একসাথে স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিকশিত হয়, তাহলে তা সভ্যতার স্থায়ী সম্পদরূপে সংরক্ষিত হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজের সিগনালিং সিস্টেমের শক্তিশালীকরণ অব্যাহত রেখেছে

মালিগাঁও, ২৭ মার্চ, ২০২৪: ট্রেন যাত্রা নিরাপদ ও সুরক্ষিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের সিগনালিং সিস্টেম উন্নত করতে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগতভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করছে। সিগন্যালিং বলতে চালক ও অপারেটরদের চাক্ষুষ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ট্রেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বোঝায়। এই শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়া উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনেই অর্থাৎ তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার এবং কাটিহারে শুরু হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে সিগনালিং সিস্টেমের একাধিক স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষার মাধ্যমে মানব ত্রুটি শনাক্ত করে তা নির্মূল করা হয়। এছাড়াও, প্রয়োজন অনুযায়ী সিগনালিং সিস্টেমে প্রতিস্থাপন এবং নতুন স্থাপনের পাশাপাশি আপ-গ্রেডেশনও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অধিক দক্ষ এবং নিরাপদ রেলওয়ের জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের জোনের মধ্যে একাধিক সেকশনে বিদ্যমান সিগনালিং সিস্টেমে বিভিন্ন আপগ্রেডেশন ও প্রতিস্থাপন করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এর সময় কাটিহার, লামডিং ও তিনসুকিয়া ডিভিশনে অবস্থিত তিনটি লেভেল ক্রসিং গেটে ইলেকট্রিক লিফিং ব্যারিয়ারের দ্বারা মেকানিক্যাল লিফিং ব্যারিয়ার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আদিনা থেকে ওল্ড মালদা এবং তেল্তা থেকে ডালখোলা ব্লক সেকশনে, যথাক্রমে আদিনা ও তেল্তা সাইডে ডাবল লাইন ব্লক ইনস্ট্রুমেন্ট স্থাপন করা হয়েছে। পাঁচটি স্টেশন তথা কাটিহার ডিভিশনের ডালখোলা, বারসোই এবং মুকুরিয়া স্টেশন, রঙিয়া ডিভিশনের সিলনীবারী স্টেশন এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনের ডিব্রুগড় স্টেশনে ইন্টিগ্রেটেড টাইপ এলইডি দিয়ে সিগনাল এলইডি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। জোনটির পাঁচটি ডিভিশনেই বিভিন্ন ক্ষমতার মোট ৬৫৯টি সিগনালিং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ট্রেনের নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিত করে রেলওয়ে সিগনালিং সিস্টেম এবং তাদের বিশ্বস্ততা ও রক্ষণাবেক্ষণ রেলওয়ে পরিচালনার ক্ষমতায় প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের সমস্ত গ্রাহকের জন্য উচ্চমানের সময়ানুবর্তিতা এবং নিরাপদ রেলওয়ে অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

পিআইবি সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ সম্পর্কে তথ্যের জন্য মিডিয়া ফেলিসিটেশন পোর্টাল এর সূচনা করেছে

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ, ২০২৪ (পিআইবি): সংবাদ মাধ্যমকে সুবিধা দিতে পিআইবি সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ সম্পর্কে তথ্য জানানোর জন্য মিডিয়া ফেলিসিটেশন পোর্টাল-এর সূচনা করেছে।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো একটি মাইক্রোসাইট শুরু করেছে। মাইক্রোসাইটের ঠিকানাঃ [illegible] । এই একটি মাত্র বিরতিবিন্দু হিসেবে, অর্থাৎ ওয়ান স্টপ ফেলিসিটেশন পোর্টালের রয়েছে সংবাদ মাধ্যম কর্মীদের জন্য সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশনের কাজ করতে নানা ধরনের বিষয়। পোর্টালটির রয়েছে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলিঃ

১। একটি ডিজিটাল ফ্লিপ বুক : এই ফ্লিপ বুকটিতে বিভিন্ন আগ্রহোদ্দীপক বিশ্লেষণাবলী এবং তথ্য-পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ রচনা সমূহ বিস্তৃতভাবে সংকলিত। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা তাঁদের নিবন্ধ লেখার জন্য এইসব তথ্য ব্যবহার করতে পারেন।

২। সাংবাদিকরা যাতে ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর ওয়েবসাইটের সংশ্লিষ্ট অংশে বিচরণ করতে পারেন সেই জন্য মাধ্যম হিসেবে কার্যকর সংযোগ বা লিংক দেওয়া যেতে রয়েছে।

৩। একটি তথ্যসূত্র হিসেবে এবং সহজেই তথ্য-পরিসংখ্যান হাতের মুঠোয় আনতে বহুবিধ ইনফোগ্রাফিক্স-এর সংস্থান রাখা হয়েছে।

৪। সাধারণ নির্বাচন ২০২৪-এর বিভিন্ন পর্বের জন্য নির্ধারিত নির্ঘন্ট সম্পর্কে সদা প্রস্তুত গণনাকারী হিসেবে একটি সংস্থান রাখা হয়েছে।

৫। ভারতের নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে প্রকৃত সময় ভিত্তিক হালনাগাদ তথ্যাবলী আপলোড করা হয়েছে।

৬। সহজে যোগাযোগের জন্য একটি প্রদত্ত আবেদন পন্থা সহ জাতীয় ও রাজ্য স্তরের ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর অন্তর্গত আধিকারিকদের সম্পর্কে তথ্য দেওয়া রয়েছে।

৭। সংবাদ মাধ্যমের জন্য পথপ্রদর্শক সহ ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর একটি সংকলন একেবারে প্রস্তুতকৃত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে।

৮। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের সাম্প্রতিকতম ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

ভোটদানে অধিকাংশ ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ প্রচার; এই প্রচারে কমিশনের দূত ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার ও চলচিত্র অভিনেতা রাজকুমার রাও

আগরতলা, ২৭ মার্চ ২০২৪: নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য নির্বাচন বিভাগ ভোটদানে অংশগ্রহনের উপর ভোটারদেরকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রচার কর্মসুচী গ্রহন করেছে যাতে ব্যাপক সংখ্যক ভোটার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ও ভোটদানে অংশগ্রহন করেন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রক্রিয়ায় অংশ নেনউ নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ সচেতনতা ও শিক্ষামূলক অভিযানের নাম এসভিইইপি বা স্যুইপউ এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা নির্বাচনের অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে।

স্যুইপ-এর অধীনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমেও ভোট দানের আহ্বান জানানো হচ্ছেউ ভোটদানে যুবদের ও প্রথম বারের ভোটারদের মধ্যে উতাহ জাগাতে ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার ও চলচিত্র অভিনেতা রাজকুমার রাওকে আইকন করে নির্বাচন কমিশন দেশব্যাপী এই সচেতনতা অভিযান চালিয়েছেউ এসভিইইপি (সিস্টেমেটিক ভোটারস এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন) নির্বাচন কমিশনের এক সার্বিক প্রচার কর্মসূচিউ ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে অসুবিধেগুলোকে যেমন স্যুইপের মাধ্যমে চিহ্নিত ও সমাধান করা হয় তেমনি, ভোটারদের ভোটদানে উদাসীনতার কারনগুলোকেও চিহ্নিত করা হয়উ ভোটারদের অংগ্রহন বাড়াতে ভারতের নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেউ ভোটারদের কম অংশগ্রহনের এলাকাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে দায়িত্ব পালন করেন রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিকরা। সেই অনুযায়ী তারা, ভোট দানে অংশগ্রহনের হার বাড়াতে যথযথ পদক্ষেপ নেবার জন্য সুপারিশ করেনউ এই সমস্ত পদক্ষেপ নেবার মাধ্যমেই স্থির হয়েছে যে, মহিলা, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গের মনুষ ও আদিম ও বিশেষ ভাবে অনগ্রসর জনজাতি মানুষদের ভোট দানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে; মডেল ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ধারণা এর থেকেই এসেছেউ নির্বাচন কমিশন বর্তমানে শহুরকেন্দ্রিক ও তরুণদের ভোট দানে উদাসীনতার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেউ

নির্বাচন কমিশন ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ভোটের হারকে (৬৭.৪ শতাংশ) বিবেচনায় রেখে, কোনো ভোটার যেন বাদ না থেকে যায় — স্যুইপ প্রচার অভিযনে এই থিমকেও সামনে রেখেছেউ

যাতে এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভোটের হার আরো বৃদ্ধি করা যায়উ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী পরবকে উৎসব এর আকারে উদযাপন করার অর্থাৎ সার্বিক অংশগ্রণের জন্য 'চুনাও কা পর্ব, দেশ কা গর্ব' অর্থাৎ ''নির্বাচন দেশের অহংকার'' শিরোনামে এক চমতার ও মাহত্মপূর্ণ থিম এনেছে এই স্যুইপ প্রচার কর্মসূচিতেউ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, নির্বাচনকে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব ও ব্যক্তি ও দেশের গর্ব বলে প্রচার করা।

বিধানসভা ও লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেডি-র, হিঞ্জিলি থেকে লড়বেন নবীন

ভুবনেশ্বর, ২৭ মার্চ (হি.স.): ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজু জনতা দল (বিজেডি) প্রধান নবীন পট্টনায়েক বুধবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রথম তালিকা ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন হিঞ্জিলি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা :-

জগন্নাথ সারাকা- বিসমকটক
রঘুনাথ গামঙ্গো- গুনপুর
অনুসয়া মাঝি- রায়গড়া
দেবেশ আচার্য্য- বারগড়
রীতা সাহু- বিজেপুর
স্নেহাঙ্গিনী চুরিয়া- আতাবিরা
সুশান্ত সিং- ভাটলি
অশ্বিনী পাত্র- জলেশ্বর
সুভাষিনী জেনা - বস্তা
সঞ্জীব মল্লিক- ভান্ডারী পোখারি
প্রফুল্ল সমল-ভদ্রক
বিষ্ণুব্রত রাউত্রে- বাসুদেবপুর
সঞ্জয় দাস- ধামনগর
ব্যোমকেশ রায়-চাঁদবলী
প্রমীলা মালিক- বিঝারপুর
প্রণব বলবন্তরে- ধর্মশালা
সুজাতা সাহু- জাজপুর
প্রীতিরঞ্জন ঘাদেই- সুকিন্দা
সুধীর সামল- ঢেঙ্কানাল
প্রফুল্ল মল্লিক- কামাক্ষ্যানগর

বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা :-

বিজেডি এদিন ৯ জন লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থীর নামও ঘোষণা করেছে। সম্বলপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রণব প্রকাশ দাস, কালাহান্ডি থেকে লম্বোধর নিয়াল, ভুবনেশ্বর থেকে মন্মথ রাউত্রে, কেন্দ্রপাড়া থেকে আংশুমান মোহান্তি, নবারংপুর থেকে পারাদীপ মাঝি, সুন্দরগড় থেকে দিলীপ তিরকি, ময়ূরভঞ্জ থেকে সুদাম মারান্ডি, আস্কা থেকে রঞ্জিতা সাহু, কোরাপুট থেকে কৌশল্যা হিকাকা।

তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে বৈঠকের অভিযোগ মালদার ১০ প্রশাসনিক কর্তার বিরুদ্ধে

মালদা, ২৭ মার্চ (হি.স.) : প্রশাসনিক পদে থেকে মালদা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থীর পক্ষ নিয়ে কাজ করছেন। এই অভিযোগে মালদা জেলার ১০ জন প্রশাসনিক কর্তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করলেন মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু।

তাঁর অভিযোগ, ওই লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা। এ নিয়ে বুধবার শোরগোল জেলার রাজনৈতিক মহলে। যদিও খগেনের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা প্রসূনবাবু।

মালদা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী যাঁদের বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে নালিশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া, জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। শুধু জেলা প্রশাসনিক কর্তারাই নন। মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের পুলিশ থানার আধিকারিকদের নামও রয়েছে খগেনবাবুর অভিযোগের তালিকায়।

তাঁর দাবি, ''জেলার ওই আধিকারিকেরা তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন পুলিশ কর্তা প্রসূনের বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে নির্বাচনের কাজ করছেন।'' তিনি বলেন, "এই সমস্ত আধিকারিকেরা নির্বাচনের কাজে যুক্ত থাকলে ভোট একেবারেই নিরপেক্ষ হবে না।"

ডিব্রুগড় বিমানবন্দরে আটক তিন চিনা কূটনীতিক

ডিব্রুগড় (অসম), ২৭ মার্চ (হি.স.) : উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত মোহনবাড়ি বিমানবন্দরে তিন চিনা কূটনীতিককে আটক করা হয়েছে।জানা গেছে, আজ বুধবার দুপুরে একজন প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের আধিকারিকের এক দল তিন চিনা কূটনীতিকে আটক করে তাঁদের কাছে ভারতের বিদেশ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের কোনও ছাড়পত্র আছে কিনা তা যাচাই করে।পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, তাঁদের কাছে চাইনিজ ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা।

বিজেপি-তে ফিরে আবারও জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ফিরে পেলেন অর্জুন সিং

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ মার্চ (হি.স.) : ফের কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হল অর্জুন সিংয়ের। যদিও, বুধবার দুপুর পর্যন্তও সঙ্গে রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা ছিল। অর্জুনবাবু যখন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন, তখন থেকেই তিনি রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা পেয়ে আসছিলেন।

আগে বিজেপিতে থাকাকালীন তিনি যেমন জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পেতেন, এখন দলে ফিরে আবারও সেই জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ফিরে পেলেন তিনি। এবার পদ্মে ফিরতে না ফিরতেই ফের একবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা বলয়ে থাকবেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী। জানা যাচ্ছে আপাতত, ৬ জন জওয়ান অর্জুন সিংয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। পরবর্তী সময়ে এই ফোর্স বেড়ে যাবে বলে জানা যাচ্ছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন এই পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন অর্জুন সিংও। ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগেও ছিল। এখন আবার এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার আবার নিরাপত্তা দিয়েছে। জেড ক্যাটেগরিতে যতজন থাকেন, ততজন থাকবেন।'

লোকসভা ভোটের মুখে সদ্য বিজেপিতে ফেরা অর্জুন সিংয়ের প্রথমে নির্বাচনের টিকিট প্রাপ্তি, তারপর আবার আগের মতো জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ফিরে পাওয়া স্বাভাবিকভাবেই নতুন মাত্রা যোগ করল শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে।

পঞ্জাবে এএপি-তে ভাঙন ধরালেন সুশীল রিঙ্কু, বিজেপিতে যোগ দিলেন শীতল আঙ্গুরালও

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি (এএপি)-তে ভাঙন ধরালেন সুশীল কুমার রিঙ্কু। বুধবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিয়েছেন পঞ্জাবের জলন্ধরের এএপি সাংসদ সুশীল কুমার রিঙ্কু। পাশাপাশি এদিনই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এএপি বিধায়ক শীতল আঙ্গুরালও। দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দুই নেতাকে পদ্মশিবিরে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী।

হরদীপ এদিন বলেছেন, 'বিজেপি বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ আমাদের পরিবারে যোগ দিচ্ছে...আমি সুশীল কুমার রিঙ্কু এবং শীতল আঙ্গুরালকে দলে স্বাগত জানাই...পঞ্জাবের পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে এবং আমরা সবাই মিলে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত করতে কাজ করব।'

"তাঁর প্রজ্ঞার উত্তরাধিকার আমাদের পথপ্রদর্শক আলো হয়ে থাকবে", স্বামী স্মরণানন্দকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : স্বামী স্মরণানন্দর প্রয়াণে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অমিতবাবু এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "রামকৃষ্ণ মঠের শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দ জি মহারাজ ছিলেন একজন প্রকাণ্ড আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান মনকে আলোকিত করেছিল। তাঁর করুণাময় উপস্থিতি অন্তরকে ঐশ্বরিক আনন্দে পূর্ণ করতে পারে।

মহারাজ জির অনুপস্থিতি এমন একটি শূন্যতা তৈরি করে যা পূরণ করা কঠিন হবে। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞার উত্তরাধিকার আমাদের পথপ্রদর্শক আলো হয়ে থাকবে। তাঁর অগণিত অনুসারীকে আমার সমবেদনা রইল।"

ধুবড়ির চাপরে দায়ের কোপে খুন গৃহবধূ, গ্রেফতার পত্নীহন্তা স্বামী

ধুবড়ি (অসম), ২৭ মার্চ (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত চাপরের রাঙামাটি গ্রামে ধারালো দায়ের উপর্যুপরি কোপে খুন হয়েছেন গৃহবধূ। এ ঘটনায় ঘণ্টাখানের মধ্যে ফেরার পত্নীহন্তা স্বামী সামিনুল রহমানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার ধুবড়ি জেলা পুলিশ সদর দফতর সূ জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে রাঙামাটির জুগলিকান্দা গ্রামে ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম নাজমিন বেগম।

পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, কোনও বিষয় নিয়ে স্বামী ও পত্নীর মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়ার ফলে খুনোখুনির মতো ঘটনা সংগঠিত করেছে সামিনুল। তবে নিজের স্ত্রীকে কেন স্বামী সামিনুল রহমান নৃশংসভাবে খুন করেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত চলছে। সূত্রটি জানিয়েছে, ঘটনা সংগঠিত করে পালিয়ে গিয়েছিল পত্নীহন্তা সামিনুল। গোটা রাত তালাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে আজ বুধবার ভোররাতের দিকে তার বাড়ির পার্শাবর্তী এক জঙ্গল থেকে পাকড়াও করা হয়েছে খুনি সামিনুলকে।

কেজরিওয়াল নিয়ে মন্তব্যের জের, ডেকে পাঠানো হল মার্কিন কূটনীতিককে

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি. স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারি নিয়ে মার্কিন কূটনীতিকের মন্তব্যকে ভালভাবে নিলো না কেন্দ্র। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত গ্লোরিয়া বারবেনাকে এবার তলব করা হল। বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়। প্রসঙ্গত, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারি নিয়ে মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, সঠিক পথে যেন ন্যায়বিচার করা হয়।

জানা গেছে, মার্কিন কূটনীতিকের সঙ্গে ৪০ মিনিট কথা হয় বিদেশ মন্ত্রকের। এই ধরণের মন্তব্য থেকে যেন তাঁরা বিরত থাকেন তা এদিন জানিয়ে দেয় ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এদেশে গণতন্ত্রের পরিবেশ রয়েছে। তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ভারত সরকার। উল্লেখ্য, মার্কিন মন্তব্যের আগে জার্মানির পক্ষ থেকেও প্রায় একইধরণের একটি মন্তব্য করা হয়েছিল। সেবারেও ভারত প্রতিবাদ করে জানিয়েছিল, এটা ভারতের অভ্যন্তরীন বিষয়।

খুলে গেল সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : খুলে গেল সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। লিখুভিরে ধসের জেরে গত শনিবার রাত থেকে সড়কটি দিয়ে সমস্তরকম যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কালিম্পং জেলা প্রশাসন।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের একটি দল লিখুভির এবং রম্বিখোলা এলাকা পরিদর্শন করার পর রাস্তাটি খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাংলার ১৫ কোম্পানি পুলিশ এবং তিনটি টিএসি দল যাবে দুই রাজ্যে

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনে যেমন বাইরে থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে বাংলায়, তেমনই এ রাজ্য থেকে পুলিশ যাবে ভিনরাজ্যেও। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটে মধ্যপ্রদেশে এবং ছত্তিশগড়ে কাজ করবে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ।

কমিশন সূত্রে খবর, আপাতত রাজ্য থেকে ১৫ কোম্পানি পুলিশবাহিনী এবং তিনটি টিএসি দল যাবে এই দুই রাজ্যে। আগামী ৮ এপ্রিল থেকেই ভোটের কাজ শুরু করে দিতে হবে তাঁদের। ভিড় ও জনতা নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষিতদের নিয়ে তৈরি হয় ট্যাকটিক্যাল (টিএসি) দল।

গত ২৩ মার্চ ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে চিঠিতে এ ব্যাপারে কথাবার্তা হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। সেই চিঠিতেই ভোটের কাজে রাজ্যের পুলিশবাহিনীকে ব্যবহার করার বিষয়ে কথা হয়ে থাকবে। কারণ বুধবার এই চিঠির জের টেনেই রাজ্যের কোন কোন থানা থেকে পুলিশবাহিনী নেওয়া হবে, তার একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

ওই তালিকা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ থেকে মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনের কাজে যাবে একটি টিএসি হেড কোয়ার্টার দল এবং পাঁচ কোম্পানি পুলিশ বাহিনী। ছত্তীসগড়ে যাবে দু'টি টিএসি দল এবং ১০ কোম্পানি পুলিশ বাহিনী।

এর মধ্যেপ্রদেশের পাঁচ কোম্পানি পুলিশবাহিনী যাবে দুর্গাপুর থেকে। ছত্তীসগড়ের জন্য ব্যারাকপুর থেকে পাঁচ কোম্পানি, উত্তরবঙ্গ থেকে একটি টিএসি দল এবং দুই

করিমগঞ্জের চরগোলায় সড়ক দুর্ঘটনা, হত পথচারী, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা সদরের পার্শবর্তী চরগোলায় সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনা মৃত্যু হয়েছে জনৈক পথচারীর। নিহত ব্যক্তিকে স্থানীয় নাইরগ্রামের বাসিন্দা বছর ৬০-এর খলিলুর রহমান বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে চরগোলায় ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন স্থানীয় উত্তেজিত জনতা।

জানা গেছে, আজ বুধবার সকালে বদরপুর থেকে এএস ১০ এ ৭৮৪০ নম্বরের একটি অল্টো কার করিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে আসছিল। কিন্তু চরগোলা এলাকায় এসে জাতীয় সড়কের পাশে দণ্ডায়মান পথচারী খলিলুর রহমানকে অর্তকিতে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় তিনি সড়কে ছিটকে পড়েন। প্রচণ্ড রক্ত ঝরিয়ে ঘটনাস্থলেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি।

এদিকে খলিলুর রহমানের মৃতদেহ সড়কে রেখে অবরোধ গড়ে তুলেন এলাকার উত্তেজিত জনতা। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে ছুটে যায় করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। পুলিশ উত্তেজিত জনতার সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। এর পর মৃতদেহটি জাতীয় সড়ক থেকে উদ্ধার করে তার ময়না তদন্ত করতে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে ঘাতক অল্টো কারকে নিজেদের জিম্মায় নিয়েছে পুলিশ।

ডেবরায় সেতু ভেঙে পড়ে থাকায় অবস্থানে হিরণ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ মার্চ (হি.স.) : ডেবরায় সেতু ভেঙে পড়ে থাকার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে অবশেষে অবস্থানে বসলেন বিজেপি প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়। সেতুর সামনে অবস্থানে বসে তিনি এলাকার প্রাক্তন সাংসদ দেব ওরফে দীপক অধিকারীকে কটাক্ষ করেন।

টেবাগেড়িয়ায় কাঁসাই নদীর উপর অস্থায়ী সেতুটি সোমবার জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। মঙ্গলবারও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এর ফলে ভরতপুর ও ভবানীপুর পঞ্চায়েত এলাকার সঙ্গে ডেবরার যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তার জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ।

মূলত মোহনপুর এনিকেট খাল থেকে জল ছাড়ার ফলেই অস্থায়ী টেবাগেড়িয়া এই সেতুটির বেশ কিছুটা অংশ ভেসে যায়। বর্তমানে জগন্নাথপুর থেকে অস্থায়ী সেতু দিয়ে পারাপার করছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এরপর ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ শুনে নদীর পাড়ে কর্মীদের নিয়ে বিক্ষোভ বসে পড়েন।

বিক্ষোভ চলাকালীন তিনি তৃণমূল প্রার্থী দেবকে কড়া আক্রমণ করেন। এদিন হিরণ বলেন, 'এতদিন দেব বালি খাদান, মোরামের টাকা চুরি করেছে। এবার সেতুর টাকা চুরি করছে। তাই দেব হল সেতু চোর।"

হিরণ বলেন, ''কোনওদিন আপনারা শুনেছেন যে সেতু পারাপারে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ৫ টাকা করে দিতে হয়, অ্যাম্বুলেন্সকে টাকা দিতে হয়? এই রাজ্যে এবং এই জায়গায় এসে শুনবেন এরকম ঘটনা। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কিন্তু ওনার দেখা নেই।'

মেদিনীপুরে জুনের প্রচারে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভ

পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ মার্চ (হি.স.) : মেদিনীপুরে প্রচারে এসে বুধবার দলীয় কর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হল জুন মালিয়াকে।

মেদিনীপুর শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রচার শুরুর সময় তাঁকে দলীয় কর্মীদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। হুড খোলা গাড়িতে চড়ে পথযাত্রা করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। তাঁর পাশে সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া কাউন্সিলার অর্পিতা রায় নায়েকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখান কয়েকজন তৃণমূল কর্মী।

সম্প্রতি অর্পিতাকে দলে যোগদান করিয়েছেন জুন। যা মেনে নিতে পারছেন না দলের একাংশ। তাঁরাই বিক্ষোভ দেখান এদিন। বিক্ষোভের মুখে পড়ে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বাধ্য হন অর্পিতা নায়েক।

ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই সম্প্রতি অর্পিতাকে দলে যোগদান করিয়েছে জুন এমনই অভিযোগ বিক্ষুব্ধ কর্মীদের। তাঁদের অভিযোগ, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যাঁরা আমাদের দলকে অপমান করে বেরিয়ে গেছেন, তাঁদের আর দলে নেওয়া হবে না। তা সত্ত্বেও অর্পিতা রায়কে নেওয়া হয়েছে। আমাদের সেই সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সঙ্ঘমিত্রা পালকে কোনও মিটিং মিছিলে ডাকা হচ্ছে না।'

যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সেই অর্পিতা নায়েকের দাবি, 'তিনি মিছিলে ছিলেন। কিন্তু কোনও গন্ডগোলা তাঁর নজরে আসেনি। তাঁর কথায়, জুনদি আমাকে গাড়িতে উঠে আসতে বলেছিলেন। চেয়ারম্যানও একই কথা বলেছিলেন। কোথায় কী হয়েছে আমি দেখিনি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রক্ত পরীক্ষার আগেই কী ভাবে বুঝবেন ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়েছে কি না?

অনিয়মিত জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস, ডায়েটে প্রক্রিয়াজাত খাবারের আধিক্যের কারণে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। রক্তের এই সমস্যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় "হাইপারইউরিসেমিয়া"। গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাবৃদ্ধি। মূলত হাড় ও কিডনির উপরেই ইউরিক অ্যাসিড বেশি প্রভাব ফেলে। খাওয়াদাওয়ায় একটু রাশ টানলেই এই সমস্যা এড়ানো সম্ভব। তবে ইউরিক অ্যাসিডের লক্ষণ সম্পর্কে অনেকেরই তেমন কোনও ধারণা নেই। রক্ত পরীক্ষা করানোর আগেই কী ভাবে বুঝবেন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কি না? ১) রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে ঘন ঘন প্রস্রাব পায়। কারণ, কিডনি চায় শরীরে থাকা অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডকে বার করে দিতে। তবে প্রস্রাবের আধিক্য ছাড়াও শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রস্রাবের সঙ্গে হতে পারে রক্তপাতও। এ ছাড়া, হতে পারে ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা বাড়লে প্রস্রাবের সময়ে অনেকেরই জ্বালা করে। এই লক্ষণ দেখেও সতর্ক হওয়া জরুরি। ২) শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়লে পিঠের নীচের দিকে, তলপেটে কিংবা কুঁচকিতে ব্যথা হতে পারে। তাই এমন উপসর্গ দেখলেও সতর্ক হন। রাতে ঘুমোনোর সময় পায়ের পাতায় তীব্র যন্ত্রণা হয়? ৩) রাতে ঘুমোনোর সময় যদি পায়ের পাতায় তীব্র যন্ত্রণা হয়, হালকা জ্বালাভাব অনুভূত হয়, তাহলেও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই যন্ত্রণার কারণে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। এটি রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির লক্ষণ হতে পারে। এ ছাড়া ত্বক রুক্ষ হয়ে যাওয়া, সারা ক্ষণ ক্লান্তি ভাব, বমি বমি ভাব, বার বার ঢেকুর তোলা, পেশিতে ঘন ঘন ক্র্যাম্প ধরাও শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির উপসর্গ হতে পারে।

গরমে শরীর "ডিটক্স" করতে চান? তেতো চিরতার জলের বিকল্প আর কী কী হতে পারে?

মানুষের দেহে রক্ত চলাচলে সাহায্য করে শিরা এবং ধমনী। ধমনীর মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য দিকে শিরা দূষিত রক্ত বহন করে। তবে বিশুদ্ধ রক্তে টক্সিনের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে নানা ধরনের দূষণ, খাবারে থাকা ভেজাল। সেই রক্তই শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

সংক্রমণের মাত্রাও বেড়ে যেতে পারে। চিকিৎসকেরা বলছেন, রক্ত থেকে বিষাক্ত পদার্থ ছেঁকে বার করে দেওয়ার কাজ করে লিভার এবং কিডনি। কিন্তু রক্তে টক্সিনের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গেলে ছাঁকার কাজ সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না। পুরো ব্যবস্থাই বিকল হয়ে পড়ে। রক্ত পরিশুদ্ধ করতে অনেক বাড়িতেই চিরতা ভেজানো জল খাওয়ার চল রয়েছে। চিরতার তেতো স্বাদ পছন্দ না হলে জেনে নিন শরীর "ডিটক্স" করতে আর কী কী খেতে পারেন। পান্তা ভাত: গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে পান্তা ভাতের জুড়ি নেই। এই মরসুমে যত হালকা খাবার যায় ততই ভাল। আগের দিনের বাসি ভাত সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন, পরের দিন কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ, আলু মাখা, সর্ষের তেল আর গন্ধরাজ লেবু দিয়ে খেয়ে নিন পান্তা ভাত। শরীর ডিটক্স করতে এই খাবারের উপর ভরসা রাখাই যায়। পেটের সমস্যাও দূর হয়।ধ্রু গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে পান্তা ভাতের জুড়ি নেই। ছবি: শাটারস্টক। হলুদ চা: একটি পাত্রে এক কাপ জল, কাঁচা হলুদ ও আদা কুচি দিয়ে মিনিট পাঁচেক ফুটিয়ে নিন। এই "চা" রোজকার ডায়েটে দু'বার রাখতেই পারেন। এই দুই উপাদানই বিপাকহার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। হজমশক্তি বৃদ্ধি করতেও এই পানীয় দারুণ উপকারী। শরীরের প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি করতেও এই পানীয় দারুণ উপকারী।

শসার রায়তা: গরমের দিনে শরীর চাঙ্গা রাখতে এবং শরীর ডিটক্স করতে পাতে রাখতেই হবে রায়তা। দই হজম করতে যেমন সাহায্য করে তেমনই পেটের সমস্যা থেকে রেহাই পেতেও দইয়ের জবাব নেই। এক বাটি দইয়ের সঙ্গে শসা কুচি, পুদিনা পাতা কুচি, ভাজা জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, বিটনুন দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এক বাটি রায়তা অবশ্যই রাখুন রোজের ডায়েটে।

বাইরের ধুলো-ধোঁয়া, স্নানের জল থেকেও চুলের ক্ষতি হতে পারে

চুল ভাল রাখতে দামি তেল থেকে ঘরোয়া টোটকা সবই প্রয়োগ করে দেখে নিয়েছেন। প্রথম কয়েক দিন সেই সব পদ্ধতি কাজ করলেও তার মেয়াদ বেশি দিন নয়। শারীরিক সমস্যা থাকলে, বেশি রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী ব্যবহার করলে চুল পড়বেই। তবে, চুল পড়ার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল দূষণ। যে জল দিয়ে রোজ স্নান করছেন তা যদি দূষিত হয়, চুল পড়া কেউ আটকাতে পারবে না। আবার, ভিজে চুলে বাইরে গিয়ে রাস্তার ধুলো-ময়লা মাথার ত্বকে জমলেও ক্ষতি হবে। তা ছাড়া রোদ তো আছেই। সূর্যের অতিবেগনি রশ্মি ত্বকের মতো চুলেরও কিন্তু ক্ষতি করে। সেই ক্ষতি আটকাবেন কী করে?

১) চুল ঢেকে বাইরে বেরোন: বাইরের দূষণ থেকে চুল সুরক্ষিত রাখার সহজ উপায় হল তা ঢেকে রাখা। তাই বাইরে বেরোলে স্কার্ফ, টুপি কিংবা ওড়না দিয়ে চুল ঢেকে রাখা যেতে পারে। বায়ুবাহিত ব্যাক্টেরিয়া চুলের মধ্যে গিয়ে, মাথার ত্বকে সংক্রমণ ঘটানোর সুযোগ পাবে না। ২) সালফেট বিহীন শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে: বায়ুদূষণের প্রভাব থেকে চুল সুরক্ষিত রাখতে শ্যাম্পু করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই শ্যাম্পুর মধ্যে যদি সালফেট থাকে, তা হলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মাথার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। তাই শ্যাম্পু কেনার সময়ে খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন সালফেট-মুক্ত হয়। ৩) নিয়মিত মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে হবে: অনেকেই মনে করেন, ঘন ঘন শ্যাম্পু করলে চুলের ক্ষতি হয়। এ কথা যে একেবারে ভুল, তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয় মাথার ত্বকে ঘাম, ধুলো-ময়লা জমলে। মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখতে চুলের ধরন অনুযায়ী শ্যাম্পু, কন্ডিশনার বেছে নিতে পারেন। চুল ভাল রাখতে সপ্তাহে তিন দিন শ্যাম্পু করাই যেতে পারে। ৪) রোদ লাগতে দেওয়া যাবে না: দীর্ঘ ক্ষণ রোদে থাকলে ত্বকের ক্ষতি হয়। তাই বাইরে বেরোনোর আগেই সানস্ক্রিন মেখে নেন। তবে, অনেকেই হয়তো জানেন না, সূর্যের অতিবেগনি রশ্মি কিন্তু একই ভাবে চুলেরও ক্ষতি করে। তাই চুলের ক্ষতি এড়াতে এমন প্রসাধনী ব্যবহার করুন, যেগুলি অতিবেগনি রশ্মির হাত থেকে চুল সুরক্ষিত রাখে। ৫) পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে: স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের গোড়ার কথা হল হাইড্রেশন। অর্থাতশরীরে জলের অভাব হতে দেওয়া যাবে না। তার জন্য কী করতে হবে? জল তো বটেই, সারা দিন ধরে নানা রকম পানীয় খেতে হবে। যা শরীরকে আর্দ্র রাখার পাশাপাশি তা থেকে টক্সিন দূর করতেও সাহায্য করবে।

সারা দিন উপোস করে মুখে দুর্গন্ধ হচ্ছে

টানা এক মাস ধরে চলছে রমজান। ভোর বেলা সেহরি সেরে উপোস শুরু হয়। চলে টানা সন্ধ্যা পর্যন্ত। অনেক ক্ষণ খাওয়াদাওয়া না হলে এমনিতেই মুখে কেমন যেন দুর্গন্ধ হয়। চিকিৎসা পরিভাষায় যাকে "হ্যালিটোসিস" বলা হয়। রোজার সময়ে প্রায় ১২ ঘণ্টা উপোস করে অনেকেই এই হ্যালিটোসিসের সম্মুখীন হন। ইফতারের সময় না এলে তো খাওয়া যাবে না, তা হলে কি সারা দিন মুখে দুর্গন্ধ নিয়েই ইদের কেনাকাটা করতে হবে?

দাঁতের চিকিৎসকেরা বলছেন, মুখের ভিতর দুর্গন্ধ হওয়ার হাজার একটা কারণ থাকতে পারে। তা বড় কোনও রোগের উপসর্গও হতে পারে। তবে, সাধারণ কিছু বিষয় মাথায় রাখলেই এই সমস্যা এড়িয়ে চলা যায়।

মুখের দুর্গন্ধ তাড়াতে কী কী করবেন?

১) রমজানের উপোস করার সময়ে খাবার তো দূর, জল পর্যন্ত খান না ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। চিকিতকেরা বলছেন, দীর্ঘ ক্ষণ জল না খেয়ে শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়লেও মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। তাই উপোস ভাঙা মাত্রই শরীরকে পর্যাপ্ত জল দিতে হবে।

২) মুখের দুর্গন্ধ দূর করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি দাঁতের আনাচ-কানাচে খাবার জমতে না দেওয়া। এই সমস্যা সমাধানে হাতিয়ার হতে পারে দাঁত মাজার ব্রাশ। যত ক্ষণ বাড়িতে আছেন, প্রতি বার খাওয়ার পর দাঁত মেজে নিতে পারলে ভাল হয়। ৩) সব সময়ে দাঁত মাজা সম্ভব না হলে খাওয়ার পরে মুখ ধোয়ার জন্য মাউথওয়াশ ব্যবহার করতে পারেন। মুখের দুর্গন্ধ জব্দ করতে দারুণ কাজ করে এই জিনিসটি।

৪) দীর্ঘ ক্ষণ উপোস করার পর, মিষ্টিজাতীয় খাবার না খাওয়াই ভাল। কারণ, অতিরিক্ত চিনি কিন্তু মুখে ব্যাক্টেরিয়ার বাড়বাড়ন্ত ঘটায়। দাঁতের উপর যে এনামেলের পরত থাকে, তা উঠে যায়।

৫) দাঁত, মাড়ির সমস্যা থাকলেও কিন্তু মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। তাই আগে সেই সমস্যার সমাধান করুন। দাঁতের তেমন কোনও সমস্যা চোখে না পড়লেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর দন্তপরীক্ষা করানো জরুরি।

ডায়াবিটিস বাগে আনতে পারে দারচিনি

মাংসের ঝোলে দেওয়ার গরমমশলা থেকে দারচিনি বেছে আলাদা করে রাখেন। কারণ, সকালে ঘুম থেকে উঠেই চায়ের মধ্যে দারচিনি দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করেছেন। সমাজমাধ্যম ঘেঁটে জানতে পেরেছেন, এই দারচিনি শুধু তার গন্ধের জন্যই নয়, পুষ্টিগুণের জন্যেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার চেয়েও বড় কথা, এই দারচিনি রক্তে অতিরিক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।

আবার শরীরচর্চা করেন যাঁরা, তাঁরাও বিপাকহার ভাল রাখতে খাবার খাওয়ার আগে এবং পরে দারচিনি মেশানো চা খেয়ে থাকেন। এই দারচিনি মেশানো চা খাওয়া কি শুধুই হুজুগ, না কি সত্যিই এই মশলায় তেমন গুণ রয়েছে? দারচিনি দেওয়া চা খেলে কী উপকার হয়? ১) দারচিনির মধ্যে রয়েছে "সিনাম্যালডিহাইড" নামক একটি বায়োঅ্যাক্টিভ উপাদান। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই উপাদানটি আসলে শরীরে ইনসুলিনের বিকল্প হিসাবে কাজ করে। স্বাভাবিক ভাবেই রক্তে বাড়তি শর্করা বশে থাকে।

২) খাবার হজমের প্রক্রিয়া যত ধীর হয়, শরীরের জন্য তত ভাল। খাবার তাড়াতাড়ি হজম হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাও বেড়ে যায়। দারচিনি সেই কাজে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। স্বাভাবিক ভাবেই রক্তে শর্করা বশে থাকে।

৩) শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণেও রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে। দারচিনির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে। যা এই ধরনের স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। পাশপাশি প্রদাহজনিত সমস্যাও রুখে দিতে পারে।

কোন কোন উপায়ে ডায়েটে দারচিনি রাখা যেতে পারে?

১) সারা রাত এক গ্লাস জলে একটি বড় টুকরো দারচিনি ভিজিয়ে রেখে দিন। পর দিন সকালে উঠে খালি পেটে দারচিনি ভেজানো জল খান।

২) দারচিনি দিয়ে চা বানিয়েও খেতে পারেন। দারচিনির মধ্যে মিষ্টি ভাব রয়েছে। এই চা খেতে মন্দ লাগে না।

৩) অনেকেই সকালের জলখাবারে ওট খান। দুধে ওট মিশিয়ে খাওয়ার সময়ে এক চিমটে দারচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন। স্বাদ বাড়বে আর স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

পেটের খেয়াল রাখতে ভরসা হতে পারে একটি মাত্র ফল

বাঙালির বারো মাসে হাজার পার্বণ। তবে বাঙালি যে শুধু উতবপ্রিয়, তা তো নয়। একই সঙ্গে ভোজনরসিকও বটে। আর তাই ঘন ঘন পেটের গোলমালেও ভোগেন অনেকে। গ্যাস-অম্বল, পেট ভার হল নিত্যদিনের সমস্যা। পুষ্টিবিদেরা বলেন, প্রতি দিন এমন কিছু খাবার নিজেদের অজান্তেই খাওয়া হয়ে যায়, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্যকে আরও খারাপ করে তোলে।

তাই রোজকার খাওয়াদাওয়ায় রাশ টানা জরুরি। সেই সঙ্গে পেটের খেয়াল রাখে, এমন খাবার বেশি করে খেতে পারলে ভাল।

জল কম খাওয়া, বাইরের খাবারের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা এমন কিছু কারণে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ হয়। তার ফলেই পেটসংক্রান্ত নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ ঠেকাতে প্রো-বায়োটিক উপাদান সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন পুষ্টিবিদেরা। তবে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, পেটের গোলমাল ঠেকাতে প্রো-বায়োটিক উপাদান কিংবা গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই। আপেল খেলেই নাকি পেট সংক্রান্ত সমস্যা দূরে চলে যাবে। আপেলে পেকটিন রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। পেকটিন অন্ত্রের যত্ন নেয়। পরিপাকক্রিয়া মসৃণ হয়। হজমও দ্রুত। তা ছাড়া ফাইবার সমৃদ্ধ আপেল হজমশক্তি উন্নত করে। প্রতি দিন একটি করে আপেল খেলে হজমসংক্রান্ত সমস্যা তো বটেই, সেই সঙ্গে দূরে থাকে অন্য অসুখ-বিসুখও। পেটের জন্য উপকারী হলেও অনেকেরই ধারণা, আপেল খেলে বরং পেট ফাঁপা, গ্যাস-অম্বল হয়। সত্যিই কি তাই? পুষ্টিবিদ পম্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তা একেবারেই মানতে রাজি নন।

পম্পিতা বলেন, বিষয়টি একেবারেই তা নয়। আপেল খেলে সাধারণত গ্যাস-অম্বল হওয়ার কথা নয়। আপেল এমনিতে সহজে হজম করা যায়। আপেলে রয়েছে ফাইবার। ফলে হজম করতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে আপেল যদি সেদ্ধ করে খাওয়া যায়, তা হলে আরও ভাল। সেদ্ধ আপেল পেটের খেয়াল রাখে। গ্যাস-অম্বল হওয়ার সুযোগ দেয় না। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে কি আপেল খাওয়া যায়? পুষ্টিবিদ বলেন, যায়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সঙ্গে আপেল খাওয়ার কোনও বিরোধ নেই। আপেল খেলে এই সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে, এমন কোনও আশঙ্কা নেই।'

মাড়ি থেকে রক্ত বেরোচ্ছে?

দাঁতের যত্নের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। রোজ দু'বেলা করে দাঁত মাজেন। দাঁতের পর্যাপ্ত যত্ন নিয়েও হঠাতএক দিন সকালে আবিষ্কার করলেন, মাড়ি থেকে রক্তপাত হচ্ছে। মাড়ি থেকে রক্তপাত হওয়ার এই রোগের নাম চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় "জিনজিভাইটিস"। চিকিৎসকেরা বলেন এই রোগের নেপথ্যে রয়েছে জীবনযাপনগত কিছু অভ্যাস। ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের কারণেও এমন হতে পারে। তা ছাড়া অতিরিক্ত ধূমপান কিন্তু মাড়ি থেকে রক্তপাতের কারণ হয়ে উঠতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, হরমোনের ওঠানামার কারণেও মাড়ি থেকে রক্তপাত হতে পারে। তবে যে কারণেই হোক, এমন হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। ১) দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ার একটি বড় কারণ নিকোটিন। যাঁরা নিয়মিত ধূমপান করেন, তাঁদের এই সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এমন হলে ধূমপান করা কিছু দিন বন্ধ রাখুন। যদি এই সমস্যা আর ফিরে না আসে, তা হলে বুঝতে হবে মাড়ির রক্তপাতের কারণ ধূমপান।

২) গাজর, কমলালেবু, মোসাম্বির মতো ফল-সব্জি, যাতে ভিটামিন সি রয়েছে, সেগুলি বেশি করে খান। দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিন সি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রক্ত জমাটের জন্য আবার ভিটামিন কে খুবই জরুরি। ভিটামিন কে'র ওষুধ খেলে মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া কমে যেতে পারে। কিংবা সবুজ শাকসব্জি পরিমাণে বেশি খান। ৩) নুনজলে কুলকুচি করা সবচেয়ে উপকারী টোটকা। বেসিনের পাশে একটি বোতলে নুন জল রেখে দিন। প্রত্যেক বার মুখ ধোয়ার পর এক বার করে কুলকুচি করে নিন। ৩-৪ দিনে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

খুশকির সমস্যায় নাজেহাল?

উজ্জ্বল ও গাঢ় রঙের পোশাক পরতে ইচ্ছে করলেও অনেকের সেই ইচ্ছে আর পূরণ হবার জো নেই। খুশকির ঝরে পোশাকের সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। খুশকি আদপে ত্বকেরই সমস্যা। শীত কিংবা বর্ষা অথবা গরমকাল, খুশকির সমস্যায় নাজেহাল হতে হয় প্রায় সারা বছর। ঘামে ভেজা মাথা ঠিক মতো পরিষ্কার না করলে, তাতে ধুলো-ময়লা জমে খুশকি হতে পারে।

নামীদামি শ্যাম্পু ব্যবহার করেও কিন্তু এই সমস্যার হাত থেকে নিস্তার মেলে না।

খুশকিকে অবহেলা করলে তা শুধু লোকলজ্জার কারণ হয়ে ওঠে না, খুশকি চুলের গোড়া আলগা করে দেয়, ফলে চুল পড়ার সমস্যা বেড়ে যায়। অকালে চুল ঝরে যাওয়ার অন্যতম কারণ এই খুশকি। তাই দেখে নিন সে সব সহজ উপায়, যাতে সারা বছরই আপনি খুশকির সমস্যা থেকে রাহাই পেতে পারেন।

১) খুশকির সমস্যা দূর করতে দইয়ের প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। দইয়ের সঙ্গে লেবুর রস আর মধু মিশিয়ে একটি প্যাক বানিয়ে নিন। স্নানের আগে প্যাকটি মাথায় মেখে আধ ঘণ্টা রেখে দিন। তার পর মাথায় শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে দুই থেকে তিন বার এই প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

২) পাকা কলা, লেবু আর মধুর প্যাক বানিয়েও মাথায় ব্যবহার করতে পারেন। খুশকির সমস্যায় এই প্যাকটি দারুণ কাজে আসে। পাকা কলা অনেকেই খেতে চান না, সেই কলা ফেলে না দিয়ে প্যাক বানিয়ে নিতে পারেন। ৩) মেথির গুঁড়ো, দই এবং লেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। এ বার মিশ্রণটি মাথায় মেখে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। তার পর ভাল করে শ্যাম্পু করে নিন।

হাইলাকান্দির প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের ফর্ম ১২ জমা দেওয়ার নির্দেশ

হাইলাকান্দি (অসম) ২৭ মার্চ (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হাইলাকান্দি জেলায় বিভিন্ন সরকারি বিভাগের নিযুক্তিপ্রাপ্ত প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদেরকে অবিলম্বে জেলাশাসকের কার্য্যালয় প্রাংগনে থাকা পোস্টাল ব্যালট পেপার সেল থেকে ফর্ম ১২ সংগ্রহ করে তা পূরণ করে জমা দিতে বলা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পার্সোনাল সেলের অফিসার ইনচার্জ ত্রিদীব রায় এক পত্রে জেলার সবকটি সরকারি বিভাগের আধিকারিকদেরকে তাদের নিজ নিজ বিভাগ, কার্য্যালয়ের কর্মচারীদের যারা পোস্টাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে গনতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে চান তাদেরকে ফর্ম ১২ পূরণ নিশ্চিত করতে বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন।

প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের ডেটা বেস ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে যাতে সরকারি বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা রয়েছেন। গত ১৮ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের ইভিএম প্রশিক্ষণ শিবিরে অধিকাংশ কর্মচারীদের হাতে ফর্ম ১২ বিতরণ করা হয়েছে। যদি কোন সরকারি বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার ফর্ম -১২ গ্রহণ করতে মিস করেন, তাহলে ওই ধরনের কর্মকর্তা/শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মীদের জেলা শাসকের কার্য্যালয়ে স্থাপিত পোস্টাল ব্যালট পেপার সেলে উপস্থিত হয়ে ফর্ম ১২ চিঠিটি সংগ্রহ করে থাসময়ে একই অফিসে জমা দিতে বলা হয়েছে। যাতে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাদের ভোট দান করতে পারেন।

তাছাড়া প্রশিক্ষণের সময় যদি কোন প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার ফটো আইডি কার্ড ইস্যু করার জন্য স্ট্যাম্প সাইজের ছবি দিয়ে না থাকেন তবে তাদেরকেও পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ফটো ডিসি অফিসের গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্থাপিত পাস সেলে পোলিং আইডি সহ জমা দিতে বলা হয়েছে। তাছাড়া লোকসভা নির্বাচনে নিযুক্তি প্রাপ্ত মাস্টার ট্রেনার (এন এল এম টি, এস এল এম টি,, ডি এল এম টি,, এ এল এম টি) দেরকেও পোস্টাল ব্যালট পেপার সেল থেকে ফর্ম ১২ সংগ্রহ করে তা পূরণ করে জমা দিতে বলা হয়েছে।

কৃষ্ণনগরের রাজমাতাকে ফোন মোদীর, বাংলার উদ্দেশে বড় প্রতিশ্রুতি

নদিয়া, ২৮ মার্চ (হি.স.): মঙ্গলবার সন্দেশখালির নির্যাতিতা তথা বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে ফোন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রায়কে ফোন করলেন মোদী।

সূত্রের খবর, ওই ফোনের কথায় লোকসভা ভোটের আগে বাংলার উদ্দেশে বড় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি জানিয়ে দিলেন, আইনি পরামর্শ নিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিবিধ দুর্নীতি কাণ্ডে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এখনও পর্যন্ত সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই টাকা সাধারণ মানুষের টাকা। এই টাকা গরিব মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।

বুধবার সকালে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রায়কে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে বাংলায় দুর্নীতির বিষয়টি উত্থাপন করেন রাজমাতা। স্কুলে ভর্তি থেকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে কী ধরনের দুর্নীতি হয়েছে তা তুলে ধরেন।

এ কথা শুনেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অমৃতাজি আমি আপনাকে একটা কথা বলি। আমি আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। বাংলায় ইডির লোকেরা প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। আর এই টাকা গরিব মানুষের টাকা। কেউ স্কুল শিক্ষক হওয়ার জন্য টাকা দিয়েছেন, কেউ ক্লার্ক হওয়ার জন্য টাকা দিয়েছেন"। প্রধানমন্ত্রীর কথার মধ্যেই রাজমাতা বলেন, হ্যাঁ এ সব আমরা জানি। এখানে তৃণমূলের উপর অনেকেই অখুশি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "হ্যাঁ তাই আমি যে আইনি পরামর্শ নিচ্ছি... আমার ইচ্ছা হল, নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পরই একটা আইনি ব্যবস্থা করতে হবে বা নিয়ম বানাতে হবে, যাতে গরিব মানুষ যে টাকা ঘুষ হিসাবে দিয়েছে, বা তাদের লুঠ করা হয়েছে তা তাদের ফেরত দিয়ে দেব"। রাজমাতাকে মোদী বলেন, আপনি এটা বাংলায় প্রচার করুন। বলুন ইডি যে টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে তা গরিবের টাকা। এই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী কোনও না কোনও রাস্তা বের করবেন

সেই কথোপকথনে রাজামাতাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে চাইলেন কৃষ্ণনগরে তাঁর ও বিজেপির প্রচারের মন্ত্র কী হবে। মহুয়া মৈত্রকে কোন অস্ত্রে বধের চেষ্টা করবেন রাজমাতা।

প্রধানমন্ত্রী বুধবার রাজমাতাকে বলেন, দেখুন ইদানীং লড়াই দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে আমরা আছি। যাঁরা দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চাইছি। আর অন্য শিবিরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা দুর্নীতিপরায়ণদের বাঁচাতে একজোট হয়েছেন। একে অপরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। ওঁদের কাছে দেশ অগ্রাধিকার নয়, ক্ষমতায় থাকাটাই অগ্রাধিকার। তাই এই ভোটে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

কমিশনে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল, দিলীপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি

কলকাতা, ২৭ মার্চ, (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের কলকাতা দফতরে গিয়ে নালিশ ঠুকে এল তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল। রাজ্যের শাসকদলের তরফে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে বিদায়ী সাংসদ তথা এ বার বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি জানানো হয়েছে। কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন প্রতিনিধিদলে থাকা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, ব্রাত্য বসু, মালা রায়, জয়নগরের তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, কুণাল ঘোষ, নাদিমুল হকরা। বুধবার ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদলে ছিলেন সাত জন মহিলা। ব্রাত্যবাবু দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "মহিলা দেখলেই উনি যে ভাবে খারাপ কথা বলেন, আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।" বিজেপিকে 'নারীবিরোধী দল' বলে তোপ দেখে ব্রাত্যবাবু বলেন, "আসলে ওঁরা বাঙালি নারীদের আদ্যন্ত অপছন্দ করেন।" দিলীপ ঘোষের সাম্প্রতিক কুমন্তব্য বিষয়ে তিনি আরও বলেন, "উনি আগেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন। এটা শুধু মুখ্যমন্ত্রী নয়, বাংলার নারীশক্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর যে লড়াই, তার বিরুদ্ধে উনি (দিলীপ) জেহাদ ঘোষণা করছেন।

মহারাষ্ট্রে বিরোধী জোটে জট ! লোকসভা ভোটে "একলা চলো'র বার্তা প্রকাশ অম্বেদকরের

মুম্বই, ২৭ মার্চ (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের ১৭টি আসনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি) প্রার্থী ঘোষণা করার পরেই 'একলা চলো'র কথা ঘোষণা করলেন 'বঞ্চিত বহুজন অঘাড়ী' (ভিবিএ)-র প্রধান তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রকাশ জশবন্ত অম্বেদকর। বি আর অম্বেদকরের পৌত্র প্রকাশ বুধবার আটটি লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, রামটেক আসনেও প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হবে।

প্রকাশ নিজে লড়বেন অকোলা কেন্দ্রে। ১৯৯৮ সালে ওই কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন তিনি। গত বার একা লড়ে সেখানে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন।

এরই মধ্যে মুম্বইয়ের কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ সঞ্জয় নিরূপম বুধবার তোপ দেগেছেন উদ্ধব শিবিরের উদ্দেশে।

এমনকী, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতিরও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। মুম্বইয়ের একটি আসন থেকে সঞ্জয় লড়তে চাইলেও তাতে উদ্ধব শিবির আপত্তি জানিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

পরিসংখ্যান নিয়ে রাজ্যের প্রতারণা এবং ক্রমবর্ধমান ঋণের অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.) : জিএসডিপি-র সুযোগকে অসৎ ভাবে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মত ঋণের ওপর নির্ভরশীল কিছু রাজ্য পরিসংখ্যান ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে দেখিয়ে বাজার থেকে বেশি পরিমাণ ঋণ নিয়েই চলেছে বলে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে এ কথা জানিয়ে লিখেছেন, "অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যগুলির ঋণ নেওয়ার সীমা নির্ধারিত হয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন অথবা গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিএসডিপি) এর মাধ্যমে। এই সুযোগকে অসৎ ভাবে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মত ঋণের ওপর নির্ভরশীল কিছু রাজ্য জিএসডিপি

-র পরিসংখ্যান ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে দেখিয়ে বাজার থেকে বেশি পরিমাণ ঋণ নিয়েই চলেছে আর ঋণের পাঁকে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিসংখ্যান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কারসাজি ধরা পরে গেছে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা রুপায়ন মন্ত্রকের সম্প্রতি রাজ্যওয়ারী জিএসডিপি-র পরিসংখ্যানের প্রকাশিত হওয়ার পর।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটে দাবী করা হয়েছিল, যখন কোভিডের কারণে সারা দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে ঋণাত্মক হয়ে গেছে সেখানে নাকি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ১.২০ু হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু গত ১৫ই মার্চ ২০২৪-এ ভারত সরকারের পরিসংখ্যান মন্ত্রকের প্রকাশিত রাজ্যওয়ারী জিএসডিপি-র পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে মহামারীর বছরে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি আসলে -৭.৫৮ু হারে ভয়াবহ সঙ্কোচনের মুখোমুখি হয়েছিল।

আদতে পরিসংখ্যান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কারসাজি নতুন কিছু নয়, অথবা শুধুমাত্র ২০২০-২০২১ আর্থিক বছরেই এমন দাবী করা হয়েছে তা নয়।

কোরোনা মহামারীর আগের বছরে, অর্থাৎ ২০১৯-২০ সালের বাজেট নথিতে দাবি করা হয়েছিল যে রাজ্যের জিএসডিপি ১০.৪২ু হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ ভারত সরকার তথ্য প্রকাশ করেছে যে বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৩.১০ু।

অর্থাৎ, রাজ্যের জিএসডিপি বাড়িয়ে দেখানো এবং সেই বর্ধিত জিএসডিপি -র ভিত্তিতে বাজার থেকে ঋণ নিয়ে চলার এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গকে ক্রমশ ঋণের পাঁকে ডুবিয়ে দিচ্ছে।"

কঙ্গনা ভাল অভিনেত্রী, রাজনীতিতেও ভাল কাজ করবে: হেমা মালিনী

মথুরা, ২৭ মার্চ (হি. স.): কঙ্গনা ভাল অভিনেত্রী, রাজনীতিতেও ভাল কাজ করবে, এককথায় কঙ্গনা রানাওয়াতকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন রাজনীতি ও অভিনয়ে কঙ্গনার পূর্বসূরী হেমা মালিনী। পাশাপাশি বিজেপি সাংসদ এও বলেন, কঙ্গনাকে নিয়ে কংগ্রেস নেত্রী যা বলেছেন তা অত্যন্ত কুরুচিকর। উল্লেখ্য, কঙ্গনা বিজেপির টিকিটে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা আসন থেকে প্রার্থী হয়েছেন। কঙ্গনা প্রার্থী হওয়ার পরদিনই কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট করেন। পরে সেই পোস্ট মুছে ফেললেও, এই নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। জবাব দিয়েছেন কঙ্গনাও। সুপ্রিয়া শ্রীনাতে পরে দাবি করেছেন, ওই পোস্ট তিনি করেননি। তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অন্য কেউ করেছে। তবে তাতে বিতর্ককে ধামাচাপা দেওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। অশ্লীল ও অবমাননাকর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নিজের ওয়ার্ডে 'চায়ে পে চর্চা'র মধ্য দিয়ে নির্বাচনি প্রচার শুরু সুকান্ত মজুমদার

বালুরঘাট, ২৭ মার্চ (হি. স.) : নিজের ওয়ার্ডে 'চায়ে পে চর্চা'র মধ্য দিয়ে নির্বাচনি প্রচার শুরু করলেন বালুরঘাট আসনের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। বুধবার সকালে বালুরঘাট শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সন্ধ্যা সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে চায়ে পে চর্চা করেন সুকান্ত। এরপর দেওয়াল লিখনে যোগ দেন। শেষে নিজের ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারেন সুকান্ত।

গত পাঁচ বছরে মোদী সরকার তাঁর নির্বাচনি কেন্দ্রে কী কী উন্নয়ন করেছে, তার খতিয়ান তুলে ধরে লিফলেট বিলি করেন সুকান্ত। প্রচারে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলেছে বলেই দাবি বিজেপি প্রার্থীর। এদিন তার সঙ্গে প্রচারে ছিলেন বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শুভ চক্রবর্তী, টাউন সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমালোচনায় সরব অনুরাগ, ফের বললেন তিনি কট্টর বেইমান

জম্মু, ২৭ মার্চ (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমালোচনার ফের সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। পাশাপাশি কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়ালের সাংবাদিক সম্মেলনেরও সমালোচনা করেছেন অনুরাগ। বুধবার জম্মুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'লালু প্রসাদ যাদব যখন পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে ধরা পড়েন, তখন রাবড়ি দেবী ঘোষণা করলেন এবং তারপর ধীরে ধীরে চেয়ারটি আঁকড়ে ধরেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল নৈতিকতার কথা বলতেন। কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি অনশনে বসতেন... তিনি এখন দুর্নীতির জলাভূমিতে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, 'এএপি-এর সাংসদ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং তাঁদের এমএলসি,

আসানসোলে রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখালেন তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা

আসানসোল, ২৭ মার্চ (হি. স.) : আসানসোলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে কালো পতাকা দেখালেন তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠনের কর্মীরা। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

এদিন আসানসোলের কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন রাজ্যপাল তথা আচার্য্য সিভি আনন্দ বোস। অভিযোগ, আসানসোলের কাল্লা মোড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে তাঁকে লক্ষ্য করে 'গো ব্যাক স্লোগান' ও 'কালো পতাকা' দেখান তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠনের কর্মীরা। সেখানে মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দেয়।

ভাগলপুরে নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু ১১ বছরের শিশুর

ভাগলপুর, ২৭ মার্চ (হি.স.) : বিহারের ঘোঘা থানা এলাকার পান্নুচাকে স্নান করতে গিয়ে গঙ্গা নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ১১ বছরের শিশু। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

পান্নুচাকের ১১ বছরের ছেলে অঙ্কিত তার চার-পাঁচ বন্ধুর সাথে গঙ্গা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। অঙ্কিত পা পিছলে গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভেসে যায়। ঘটনাটি জানতে পেরে গ্রামবাসীরা তল্লাশি চালিয়ে নদী থেকে অঙ্কিতের দেহ উদ্ধার করে। ততক্ষণে অঙ্কিত মারা গেছে। ঘটনার পর পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ভাগলপুরে পাঠিয়েছে।

ঢাকুরিয়ায় রেললাইনের ধারে ঝুপড়িতে আগুন

ঢাকুরিয়া, ২৭ মার্চ (হি. স.) : বুধবার ঢাকুরিয়ায় রেললাইনের ধারে ঝুপড়িতে বিধ্বংসী আগুন লাগে। বুধবার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় প্রায় ২০টি ঝুপড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল। এদিন দুপুরে ঢাকুরিয়া রেলগেটের কাছে ঝুপড়িতে আগুন লাগে। স্থানীয়দের দাবি, আগুন লাগার পর বিস্ফোরণের শব্দও শোনা গিয়েছে। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়। বিঘ্নিত হয় শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল। সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। বেশ কিছুক্ষণ পর দমকলের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। তদন্ত চলছে। ট্রেন পরিষেবাও স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি. স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৮৬ ডলার এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত প্রায় ৮১ ডলার ব্যারেল প্রতি। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম বাণিজ্যে ০.৯০ বা ১.০৪ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৫.৩৫৬ ডলারে রয়েছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৭৭ বা ০.৯৪ শতাংশ কমে ৮০.০৫ ডলারে লেনদেন করছে।

লোকসভা নির্বাচন : হাইলাকান্দিতে প্রচার সামগ্রী সহ যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ

হাইলাকান্দি (অসম) ২৭ মার্চ (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে করিমগঞ্জের জেলা নির্বাচন আধিকারিক করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় নির্বাচনী প্রচার সামগ্রীর স্থানীয় হার, সংসদীয় নির্বাচন ২০২৪ এর সাথে সম্পর্কিত গাড়ি ভাড়ার চার্জ ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার অনুমোদিত হার ইত্যাদির সরকারী তালিকা প্রকাশ করেছেন। হাইলাকান্দি জেলা নির্বাচন বিভাগের এম সি সি ও ব্যয় মনিটরিং সেলের ইনচার্জ এক বিবৃতিতে প্রচার সামগ্রী, যানবাহন ইত্যাদির রেইট চার্ট প্রকাশ করে তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভাপতি, সচিব কে অবহিত করেন।

করিমগঞ্জ জেলা নির্বাচন আধিকারিকের প্রকাশ করা রেইট চার্ট অনুযায়ী মাইক্রোফোন, এম্পলিফায়ার সহ লাউড স্পিকারের প্রতিদিনের ভাড়া ১৬৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে নির্বাচনের কাজে ব্যাবহৃত প্রতিটি জিনিষ ব্যানার, যানবাহন, সহ পত্র, পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ইত্যাদির মুল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত রেইট চার্ট পেতে নির্বাচন আধিকারিকের কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার বিজ্ঞপ্তি ২৮ মার্চ, শুরু হবে মনোনয়ন জমার প্রক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে ২৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার। ওই দিন থেকেই শুরু হয়ে যাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও। এই দফায় ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৮টি লোকসভা আসনের পাশাপাশি আউটার মণিপুরের একটি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কেরল, কর্ণাটক, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অসম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, জম্মু ও কাশ্মীর, ত্রিপুরা এবং মণিপুরে দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এই পর্বের ভোট হবে ২৬ এপ্রিল। জম্মু ও কাশ্মীর বাদে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে মনোনয়ন স্ক্রুটিনি করা হবে ৫ এপ্রিল। জম্মু ও কাশ্মীরে স্ক্রুটিনি হবে ৬ এপ্রিল। মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ৮ এপ্রিল।

পাহাড়ে প্রার্থী নিয়ে আইএনডিআই জোটেই ভিন্ন সুর

দার্জিলিং, ২৮ মার্চ (হি.স.) : পাহাড়ে আচমকা হাওয়া বদল হয়েছে! হামরো পার্টির অজয় এডওয়ার্ড দার্জিলিংয়ে আইএনডিআই জোটের প্রতিনিধি হিসাবে নির্দল প্রার্থী হলে তাঁকে সমর্থন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সিপিএম।

দার্জিলিংয়ে কংগ্রেসের হয়ে বিনয় তামাং প্রার্থী হতে পারেন বলে চর্চা শুরু হয়েছিল। সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পাহাড়ি দলগুলোর সমর্থন একজোট হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এবার জোট শরিকের প্রার্থীবাছাই নিয়ে সিপিএম তৎপরতায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

মঙ্গলবারই বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছেন অজয়বাবু। যতটুকু জানা গিয়েছে ২৯ মার্চ আর এক দফায় তাঁর সঙ্গে বসবেন হামরো নেতা। এর মাঝে এই দুই তরফের সমর্থন আর নিজের মনের ইচ্ছার কথা কংগ্রেস হাইকমান্ডকে জানাতে দিল্লি যাচ্ছেন তিনি। জানা যাচ্ছে, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হতে পারে।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন ঘনিষ্ঠদের মধ্যে নিজের ক্ষোভ চেপে রাখেননি বিনয় তামাংও। অজয়ের কিছুটা মন বদলের খবর তিনিও রাখেন। বিনয় আশা করেছিলেন উত্তরবঙ্গের প্রথম দফা প্রার্থিতালিকায় তাঁর নাম দার্জিলিংয়ের প্রার্থী হিসাবে থাকবে। কিন্তু তা না থাকায় প্রথম থেকেই সিঁদুরে মেঘ দেখেছিলেন বিনয়।

পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে তা আরও জটিল আকার নিতে পারে। এমনকী, কংগ্রেস আর সিপিএমের দার্জিলিংয়ের আসন ভাগ নিয়ে পাহাড়ে আবার ক্ষোভ দাঁনা বাঁধতে পারে। অজয়বাবু বুধবার জানিয়েছেন, "বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গেও সমর্থন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সবটা আমরা চূড়ান্ত করব দু-একদিনেই।"

সূত্রের খবর, হামরো পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে অজয়বাবুর প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে একপ্রকার সিলমোহর পড়েছে।

গোয়া থেকে নিখোঁজ নেপালের মেয়রের কন্যার খোঁজ মিলল ২ দিন পর

পানাজি, ২৭ মার্চ (হি. স.): দু'দিন পর খোঁজ মিলল নেপালের মেয়রের কন্যার। সোমবার গোয়া থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় নেপালের মেয়রের মেয়ে। দু'দিন পর অবশেষে তাঁর খোঁজ মিলল উত্তর গোয়ার মানড্রিমের এক হোটেলে। প্রসঙ্গত, ৩৬ বছর বয়সী ওই যুবতীর নাম আরতি হামাল। গত কয়েক মাস ধরে গোয়াতেই থাকতেন ধর্মগুরু ওশোর অনুগামী আরতি। কিন্তু সোমবার রাত থেকে তাঁর কোনও খোঁজ মিলছিল না। আরতিকে শেষবার দেখা গিয়েছিল গোয়ার অশ্বেম সেতুর কাছে। ওশো মেডিটেশন সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর বাবা গোপাল হামাল মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সকলের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন মেয়েকে খুঁজে বের করার আর্জি জানিয়ে। আরতির বন্ধুরাই তাঁকে মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন বলে পোস্টে জানান নেপালের মেয়র। সেই সঙ্গে নিজের ফোন নম্বরও দিয়েছিলেন তিনি। গোয়া পুলিশ নিখোঁজ ডায়রি পাওয়ার পর থেকেই আরতির খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাতে শুরু করে। অবশেষে দু'দিন পর বুধবার তাঁর সন্ধান মিলল উত্তর গোয়ার এক হোটেলে।

কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির প্রতিবাদে দিল্লিতে বিক্ষোভ এএপি-র, সামিল বিধায়ক ও মন্ত্রীরাও

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে দিল্লিতে ফের বিক্ষোভ প্রদর্শন করল আম আদমি পার্টি। বুধবার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হন দিল্লির এএপি বিধায়ক ও মন্ত্রীরাও। হলুদ রঙের টি-শার্ট পড়েন সবাই, তাতে লেখা ছিল 'আমিও কেজরিওয়াল'। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে দিল্লি বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ চলাকালীন মন্ত্রী অতীশি বলেছেন, 'এএপি-র সমস্ত বিধায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বেআইনি গ্রেফতারের বিরুদ্ধে এখানে প্রতিবাদ করছেন। এই দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করা হচ্ছে। সমস্ত বিরোধী দলের নেতাদের জেলে ঢোকানো হচ্ছে এবং তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও দলীয় কার্য্যালয় সিল করা হচ্ছে। একজন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাও জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণার পর। তাঁকে গ্রেফতার করা গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ।'

দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, 'আমরা বিজেপির একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করছি। নির্বাচনের সময় তাঁরা আমাদের লোকজনের ওপর অভিযান চালাচ্ছে। আমাদের চারজন বড় নেতা জেলে বন্দী...তারা স্বৈরাচারের সীমা অতিক্রম করেছে...তারা এএপি-কে চাপ দিচ্ছে...তারা আমাদের সরকারকে পতন করতে চাইছে...আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।'

বসিরহাটে নির্বাচনী প্রচারে সায় না পেয়ে তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের জন্য বুধবার বসিরহাটে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজনৈতিক সভা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই সভা করার অনুমতি মেলেনি। এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি।

প্রশাসন এবং শাসক দল তৃণমূলকে নিশানা করে শুভেন্দু এও বলেন , 'জঙ্গলরাজ চলছে। পিংলা, ক্যানিং সহ বিভিন্ন এলাকায় লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের ওপর অত্যাচার, খুনের ঘটনা ঘটছে। গোটা বিষয়টি রাজ্যপালকে জানানো হয়েছে।'

এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সভা করার অনুমতি চেয়েও অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর দল বিজেপি। পুলিশ প্রশাসনের তরফে অনুমতি না দেওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছেন শুভেন্দু। শেষমেশ আদালতের নির্দেশে একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে দেখা গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীকে।

মহুয়া মৈত্রকে ইডি-র তলব দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : এবার মহুয়া মৈত্রকে দিল্লিতে ডেকে পাঠাল ইডি। বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে ইডি অফিসে মহুয়াকে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও তৃণমূল প্রার্থী সেখানে যাবেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

বাড়ি, অফিসে সিবিআই তল্লাশি হওয়ার পরপরই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। নির্বাচনী প্রচারে বাধা দান করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এমনই অভিযোগ তুলে তদন্ত প্রক্রিয়া চালানোর ব্যাপারে কমিশনকে গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন মহুয়া। নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে একথা উল্লেখও করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই 'ব্যবস্থা' হওয়ার আগেই তাঁর কাছে এল ইডি-র ডাক।

প্রসঙ্গত, গত ১৯ শে মার্চ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল লোকপাল। এরপরই গত শনিবার মহুয়ার বাড়ি ও অফিসে হানা দেয় সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, 'ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন' কাণ্ডে লোকপালের নির্দেশে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

নাগপুর আসনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন নীতিন গডকড়ি

নাগপুর, ২৭ মার্চ (হি. স.): বুধবার নাগপুর লোকসভা আসনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নীতিন গডকড়ি। তিনি নাগপুরের জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এদিন তাঁর সঙ্গে প্রচুর কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের প্রয়াণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকবার্তা

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের প্রয়াণে ব্যথিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামীজীর ভক্তদের প্রতি জানালেন সমবেদনা।

মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের মৃত্যু সংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই মহান সন্ন্যাসী তাঁর জীবদ্দশায় পৃথিবীর আধ্যাত্মিক চেতনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ ভক্তদের জন্য সান্ত্বনার উৎস হয়ে আছেন। আমি তাঁর সমস্ত সহযাত্রী সন্ন্যাসী, অনুগামী ও ভক্তদের গভীর সমবেদনা জানাই।'

মঙ্গলবার রাতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে জীবনাবসান হয় স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি।

১লা এপ্রিল রাজেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর
নেতৃত্ব কানিইয়া কুয়ার আসতে পারেননি তবে খুব তাড়াতাড়ি তিনি নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যে অংশ নেবেন বলে ফের দাবী করেছেন সুদীপ রায় বর্মণ। পাশাপাশি রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরাও রাজ্যে প্রচারে আসবেন বলে এদিন জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও প্রতিটি মহকুমা ও বিধানসভা এলাকাতেই ইন্ডি জোটের সমর্থনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলেও এদিন জানিয়েছেন নেতৃত্বরা।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর
টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই পথ অবরোধ করার ফলে রাস্তার দুপাশে আটকে পড়ে বহু যানবাহন থেকে শুরু করে পথচারীরা যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সময় পথ অবরোধ চলার পর ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ইরানি থানার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী।উনারা অবরোধকারীদের সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করেন। পাশাপাশি উক্ত বিষয়টি উনারা দেখবেন বলে অবরোধকারীদের আশ্বাস দেন।অবশেষে ইরানি থানার পুলিশের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে পথ অবরোধ মুক্ত করে নেয় অবরোধকারীরা।স্থানীয়দের আরো অভিযোগ যে পঞ্চায়েত সচিব নানু মিয়া ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই এলাকার রাস্তাটির সংস্কার করার কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সচিব রাস্তায় ইট সোলিং করার জন্য ইট এনে রেখেছিলেন ওই এলাকায়। কিন্তু সেই ইটগুলিও রহস্যজনকভাবে তিনি তুলে নিয়ে যান বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

জমা পড়েছে

● প্রথম পাতার পর
মুড়াসিং, আমরা বাঙ্গালী দলের প্রার্থী গৌরী শঙ্কর নন্দী, এসইউসিআই (সি) এর প্রার্থী অরুণ কুমার ভৌমিক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, আগামী ১৯ এপ্রিল ১-ত্রিপুরা পশ্চিম লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।এদিন তিনি আরও বলেন, আগামীকাল সকাল ১১টা থেকে মনোনয়ন পত্র স্ক্রুটিনির কাজ শুরু হবে। ৩০ মার্চ মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করা যাবে বলে জানান তিনি।

দীপক

● প্রথম পাতার পর
মহকুমা শাসকের পৌঁছেছিলেন। তারপর সদর মহকুমা শাসকের কাছে প্রার্থী দীপক মজুমদার মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।
এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রামনগরের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত সুরজিত দত্তের স্ত্রী। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন দলের সহ সভা নেত্রী পাপিয়া দত্ত, সংখ্যালঘু মোর্চার নেতা জসিমুদ্দিন প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
সক্রিয়ভাবে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারাভিযান অব্যাহত রেখেছেন।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর
এদিকে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এক ভবঘুরে ওই পরিত্যক্ত গর্তের পাশেই একটি ঘরে থাকতো দীর্ঘদিন ধরে। এলাকাতেই ঘুরে সে ভিক্ষা করে খাওয়া দাওয়া করত। কিনতি প্রায় ৭-৮ দিন ধরে ওই ব্যক্তিকে এলাকায় দেখতে পাননি কেউ। আজ জানা যায়, ওই পরিত্যক্ত গর্তে ওই ভবঘুরের মৃতদেহ পড়ে আছে। তবে কিভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সে ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ বেরিয়ে আসবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ইডি হেফাজতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্বাস্থ্যের অবনতি, অভিযোগ এএপি-র

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি. স.) : ফের শিরোনামে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) হেফাজতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ আম আদমি পার্টি (এএপি)-র।আম আদমি পার্টির দাবি, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী ডায়াবেটিক রোগী, তাঁর সুগার লেভেল ওঠানামা করছে। তাদের বক্তব্য, ইডি হেফাজতে কেজরিওয়ালের সুগার লেভেল নেমে এসেছে ৪৬-এ। চিকিৎসকরা বলেছেন, সুগার লেভেল এত নিচে নেমে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের বার্তা পড়ে শোনান তাঁর স্ত্রী। তিনি বলেন, 'অরবিন্দজি একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, নির্ভীক ও সাহসী মানুষ। তাঁর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করি।' মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে বলেছেন যে, 'আমার দেহ হয়তো কারাগারে রয়েছে, কিন্তু আত্মা আপনাদের সকলের মধ্যে রয়েছে। চোখ বন্ধ করুন এবং আমাকে আপনার চারপাশে অনুভব করবেন।'প্রসঙ্গত, আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে কেজরিওয়ালকে ২১ মার্চ তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁকে আদালতে হাজির করানো হলে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

বেলাকোবায় চা বাগান থেকে চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার

বেলাকোবা, ২৭ মার্চ (হি.স.) : জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের মন্থনির প্রধান পাড়া চা বাগানে থেকে চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে।স্থানীয় ললিত রায় জানান, এদিন সকালে চা বাগানে কাজ করার সময় মৃত অবস্থায় চিতাবাঘটিকে দেখতে পান তাঁরা। এরপরই মৃত চিতাবাঘটিকে বাগান থেকে বাগিচার মাঠে নিয়ে আসেন বাগানের শ্রমিকরা। খবর পেয়ে বন দফতরের বেলাকোবা রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবঘের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এদিকে খবর চাউর হতেই চিতাবাঘ দেখতে এলাকায় ভিড় উপচে পড়ে।বেলাকোবার রেঞ্জার চিরঞ্জিত পাল বলেন, মৃত চিতাবাঘটি পুরুষ। বছর দুয়েকের হবে। সেটির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।এদিকে, বাগিচাবাসীর অভিযোগ, প্রায়ই তাদের ছাগল হারিয়ে যায়। তবে এতদিন তারা কোনও চিতাবাঘ দেখেনি। এই চিতাবাঘটি ছাগল খেতেই বাগানে আসতো বলে মনে করছেন বাসিন্দারা।

কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হুঁশিয়ারি, বিতর্কে তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী

বাঁকুড়া, ২৭ মার্চ (হি. স.): কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। এদিন তিনি নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী যদি ভাবে শীতলকুচির মত গুলি চালিয়ে ভোটারদের ভয় দেখাবেন তাহলে তার ফল কিন্তু ভাল হবে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালালে ফল অন্যরকম হবে।অরূপ বাবুর এই বক্তব্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। অরূপবাবুর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকারের খোঁচা, তৃণমূল প্রার্থীর কি আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করার কোনও পরিকল্পনা রয়েছে! তাই কি এই হুমকি।
নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধি কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রতিদিন আপডেট করা হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধি নিয়ে প্রতিদিন কমিশনকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের। এই নির্দেশিকা জারি হতেই অরূপ চক্রবর্তীর এই বক্তব্যকে পরোক্ষে হুমকি বলেই মনে করছেন সুভাষ সরকার।

তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি কর্ণাটক সরকারের

বেঙ্গালুরু, ২৭ মার্চ (হি. স.) : গরম পড়তে না পড়তেই এবার ফের তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল কর্ণাটক সরকার। চলতি মরশুমে তাপপ্রবাহ থেকে যাতে প্রত্যেকে সাবধানে থাকেন, সে বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছেন কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু।তিনি জানান, রাজ্যে ক্রমাগত গরম বাড়ছে। তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়ার পরামর্শ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বলেন, ঘরের বাইরে বের হলে সবসময় জল সঙ্গে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে লেবুর জল, ঘরে তৈরি সরবত সঙ্গে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। মরশুমি ফল এবং সবজি বেশি করে খাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতির হালকা পোশাক পরা, ছাতা ও টুপি সঙ্গে রাখা, অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে না বেরনোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়েতে দুই বিমানে ধাক্কা

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.) : বুধবার কলকাতা বিমানবন্দরে রানওয়েতে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ধাক্কা লাগে ইন্ডিগো বিমানের। রানওয়েতে দু'টি বিমান বিপজ্জনক ভাবে একে অপরের কাছাকাছি এসে যাওয়ায় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।বিমানবন্দরে ইন্ডিগো বিমানটি রানওয়েতে প্রবেশের জন্য ছাড়পত্রের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ধাক্কা মারে। ফলে এয়ার ইন্ডিয়া বিমানটির ডানার একটি অংশ ভেঙে যায়। ইন্ডিগো বিমানের একটি ডানাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ডিজিসিএ ইন্ডিগো বিমানের উভয় চালককে সাময়িক ভাবে কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।কর্তৃপক্ষের তরফে আধিকারিক সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে বলেন, "আমরা বিষয়টি নিয়ে বিশদ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। ইন্ডিগোর উভয় চালককে কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গ্রাউন্ড স্টাফদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" ইন্ডিগো বিমানটিতে চার জন শিশু-সহ মোট ১৩৫ জন যাত্রী ছিলেন।

পুলিশকে হুমকির অভিযোগে, হিরণকে শো-কজ করল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.) : বিডিও-র ঘরে ঢুকে পুলিশ-প্রশাসনকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে শো-কজ করল নির্বাচন কমিশন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে এই খবর পাওয়া গিয়েছে। বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস বলেন, "আমরা এখনও কোনও শো-কজ লেটার পাইনি। পেলে তার উত্তর দেওয়া হবে।"কয়েক দিন আগেই পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠি-ঝাঁটা নিয়ে রুখে দাঁড়ানোর নিদান দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন হিরণ। তার রেশ কাটতে না-কাটতেই বিডিও-র ঘরে ঢুকে হুমকি দিলেন বিজেপি প্রার্থী। মঙ্গলবার ডেবরার ট্যাবাগেরিয়াতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে জনসংযোগ কর্মসূচির পর সন্ধ্যায় ডেবরা বিডিও অফিসে গিয়ে বিডিও-র সঙ্গে দেখা করেন। বিডিও-র দফতরে বসেই হিরণকে বলতে শোনা যায়, "আগামী দু'মাস লাঠি-ঝাঁটা নিয়ে গ্রাম পাহারা দিন। গ্রামে কোনও পুলিশ-প্রশাসনের লোকজনকে ঢুকতে দেবেন না। আগামী দু'মাস সব কিছু আটকে রাখুন। ভোটে জেতার পরে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেব।"হিরণের এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে সরব হয় শাসকদল তৃণমূল। বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ তোলে তারা। এ নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতেই হিরণকে শো-কজ করল কমিশন।

রাজ্যে হিংসার ঘটনা, উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে বলা হয়েছে : রাজ্যপাল

দুর্গাপুর, ২৭ মার্চ (হি. স.) : ''পিংলা সহ বেশকিছু জায়গায় সংবেদনশীল অভিযোগ এসেছে। নির্বাচন কমিশনকে উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।'' বুধবার আসানসোল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে অন্ডাল বিমানবন্দরে এমনটাই জানালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।
উল্লেখ্য, গত শনিবার মেদিনীপুরের পিংলায় ধান ক্ষেতে শান্তনু গরাই নামে এক বিজেপিকর্মীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার শরীরে একাধিক ক্ষত ছিল। বিজেপি খুনের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হয়েছে। মঙ্গলবার মৃত বিজেপিকর্মীর পরিবারকে সঙ্গে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন বিরোধীদলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবং মৃত বিজেপিকর্মীর বাড়িতে যাওয়ার আবেদন করেন। এদিকে লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে পিংলার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করে। বুধবার আসানসোল কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে যাওয়ার জন্য কোলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে অন্ডাল বিমানবন্দরে নামেন। সেখানে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি।
নির্বাচনের আগে পিংলা সহ রাজ্যে হিংসার ঘটনার অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন,' বেশকিছু সংবেদনশীল অভিযোগ এসেছে। সেগুলো নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো হয়েছে। এবং উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।' পাশাপাশি রাজ্যপাল জানান' লোকসভা নির্বাচনে একজন রাজ্যপালের ভূমিকা যেটা হওয়া উচিত, তিনি সেই ভূমিকায় পালন করবেন।' উল্লেখ্য, এদিন আসানসোল কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢোকার মুখে রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য পদে ও স্থায়ী উপাচার্যের দাবীতে সরব হয়। এমনকি রাজ্যপালকে গো- ব্যাক শ্লো-গান দেয় তৃণমূল ছাত্রপরিষদ সদস্যরা। যদিও ফেরার পথে অন্ডাল বিমানবন্দরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সাংবাদিকদের প্রশ্নে ছাত্র বিক্ষোভ মানতে নারাজ। এবং কালো পতাকা দেখানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ অলওয়েস ওয়েলকাম।'

পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের জেলা কমিটি নিয়ে অভ্যন্তরীণ কাজিয়া, বিরোধী দলগুলি সরব

পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ মার্চ (হি.স.): পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা কমিটি নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।জেলায় দলের অন্দরের মঙ্গলবারই এই কোন্দল ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে শাসক তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধী দলগুলি। বিজেপির আসানসোল জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় জানান, আসলে এটা ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে ঝামেলা। আসানসোল পুরনিগমের ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নাদিম আখতারের নামে এফআইআর হয়েছে। তার কাগজ আমি দেখেছি। ওঁর বিরুদ্ধে ৯০ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ আছে। এখন এলাকাছাড়া উনি পলাতক। তৃণূল মানেই যে চোর, তা প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।''কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, "তৃণমূল দলটা যে একটা চোরের দল, তা আরও একবার প্রমাণিত। তৃণমূল কাউন্সিলর নাদিমের বিরুদ্ধে আসানসোল উত্তর থানায় এফআইআর হয়েছে। সেখানে তাঁকে ডাকাতির ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই রকম এক জন ব্যক্তিকে তৃণমূল কুলটি ব্লকের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি করেছে। এদেরকে দিয়েই ভোট লুটের চেষ্টা করবে তৃণমূল।''সিপিএম অবশ্য এই নিয়ে তৃণমূল এবং বিজেপি দু'দলকেই আক্রমণ করেছে। সিপিএম নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূল দলে চুরি- ডাকাতির অভিযোগ থাকবে, এটা নতুন কিছু নয়। দেশ এবং বাংলা জুড়ে তৃণমূল এবং বিজেপির প্রতিযোগিতামূলক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে মানুষ।''এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মাহফজুল হাসান মনু বলেন, "২০ দিন আগে এই তালিকা সবাইকে দেওয়া হয়েছিল, তখন কেউ কোনও প্রতিবাদ জানাননি, এখন সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। নির্বাচনের আগে এটা মোটেই ঠিক নয়। উচ্চ নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেবেন, তা-ই করা হবে।"

হাজারো কার্যকর্তা-সমর্থক নিয়ে তেজপুরে মনোনয়ন পেশ বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্তের

তেজপুর (অসম), ২৭ মার্চ (হি.স.) : হাজারো কার্যকর্তা-সমর্থক নিয়ে তেজপুরে মনোনয়ন পেশ করলেন ১১ নম্বর শোণিতপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্ত।আজ বুধবার তেজপুরের জয়মতী ময়দানে অসম সরকারের তিন পরিষদীয় মন্ত্রী অশোক সিংঘল, জয়ন্তমল্ল বরুয়া, রঞ্জিতকুমার দাস, বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য, জোটশরিক ইউপিপিএল নেতা রণগৌরা নার্জারি, জোটশরিক অগপ নেতা, শোণিতপুর এবং বিশ্বনাথ জেলার সাত বিধায়ক এবং নারায়ণপুরের বিধায়ক ড় অমিয়কুমার ভূঞা সহ দলীয় বহু নেতা, কার্যকর্তা সমেত কয়েক হাজার সমর্থকদের সামনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে গিয়ে বিশাল ভোটের ব্যবধানে তাঁকে বিজয়ী করে নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করার আহ্বান জানান রঞ্জিত দত্ত। জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতাও। ভবেশ দলীয় প্রার্থী রঞ্জিত দত্তকে আগাম অভিনন্দন জানিয়েছেন।এর পর সেখান থেকে তিনি শোণিতপুর ও বিশ্বনাথ জেলার অন্তর্গত সব বিধানসভা এলাকার বিধায়ক, দলীয় পদাধিকারী, কার্যকর্তা, সমর্থক সহ কয়েক হাজার জনতাকে সঙ্গে নিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুরে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক দেবকুমার মিশ্রের হাতে তাঁর মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন রঞ্জিত দত্ত।

স্পষ্টীকরণ ডিব্রুগড় পুলিশের, 'অসমে কোনও চিনা নাগরিককে আটক করা হয়নি'

ডিব্রুগড় (অসম), ২৭ মার্চ (হি.স.) : 'অসমে কোনও চিনা নাগরিককে আটক করা হয়নি' বলে স্পষ্টীকরণ দিয়েছে ডিব্রুগড় জেলা পুলিশ।আজ বুধবার দুপুরে ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত মোহনবাড়ি বিমানবন্দরে একজন প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের আধিকারিকের এক দল তিন চিনা কূটনীতিকে আটক করেছে বলে খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল। প্রকাশিত ওই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পুলিশ সদর দফতর থেকে এক বিবৃতি জারি করে পরিস্থিতি স্পষ্ট করেছে।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্লিজ নোট করুন, কোনও চিনা নাগরিককে ডিব্রুগড় পুলিশ আটক করেনি। তাঁদের এসকোর্ট দিয়ে তিনসুকিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁরা একদিন থাকবেন।'
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আজ একটি খবর প্রকাশ করা হয়েছিল, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল 'আজ দুপুরে একজন প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের আধিকারিকের এক দল তিন চিনা কূটনীতিকে আটক করে তাঁদের কাছে ভারতের বিদেশ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের কোনও ছাড়পত্র আছে কিনা তা যাচাই করে। যাচাই করে তাঁদের কাছে চাইনিজ ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। আটক তিন কূটনীতিক মার্ঘেরিটায় (তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত) যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করতে এখানে এসেছেন বলে নাকি জেরায় জানিয়েছেন।'

তৃণমূল নেতা রাস্তার কুকুর বলায় কমিশনের দ্বারস্থ শুভেন্দু

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.) : এ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নাকি রাস্তার কুকুর। এমনই আরও অকথ্য ভাষায় শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করলেন সাতগাছিয়া-বজবজ ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি।বুধবার শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনা সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি নির্বাচন কমিশেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।
এদিন ভিডিয়োটি পোস্ট করে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, 'এটাই তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের আসল চরিত্র। পরের সংযোজন, 'ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত বজবজ ২ নং ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি, যিনি আবার একজন নামকরা """ভাইপো"""-র এজেন্ট হিসাবে পরিচিত, সেই সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মুখের ভাষা শুনুন। আমার নামে কীভাবে অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করছেন।'
শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, 'ভোট ঘোষণা হওয়ার পর আদর্শ আচরণ বিধি পশ্চিমবঙ্গে লাগু হয়েছে। কিন্তু তোলামুল কোম্পানির এই সব নেতাদের মুখ থেকে নিঃসৃত ভাষা লাগামহীন। তারা আদর্শ আচরণ বিধির ধার ধারেন না। এমন বেশ কিছু ভিডিয়ো ক্লিপ প্রমাণ স্বরূপ আমার কাছে রয়েছে। আমি এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এবং আশা করব কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের এই বিষয়গুলির বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।'

জুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ মার্চ (হি.স.) : নির্বাচনী প্রচারের ট্যাবলোয় সরকারি প্রকল্পের নাম ব্যবহার এবং শিশুদের মডেল করায় বিতর্কের মধ্যে পড়েছেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া। বিরোধীদের সমালোচনা ছাড়াও এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানিয়েছে বিজেপি। তারা এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে। তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। বুধবার মেদিনীপুর শহরে প্রচারের বেরিয়েছিলেন জুন মালিয়া। সেখানে বড়তলা কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন তিনি। তখন একটি মিছিল বের করেছিল তৃণমূল।

ভোটে হারছে বুঝে এনআইএ-কে নামিয়েছে 'গদ্দার', তোপ কুণালের

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.) : "পূর্ব মেদিনীপুরে হারছে বুঝে এনআইএ-কে নামিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতা, কর্মীকে তলব করিয়েছে গদ্দার।" বুধবার বিরোধী দলনেতার নামোল্লেখ না করে এক্স হ্যান্ডলে এভাবেই তোপ দাগলেন কুণাল ঘোষ।কুণাল লিখেছেন, "ওসিকে চাপ দেওয়া হচ্ছে তাদের পাঠানো নিশ্চিত করতে। আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার করিয়ে বা চাপ দিয়ে এলাকা ফাঁকা করানোর মরিয়া চেষ্টা বিজেপির। এই তলবে নেতা, কর্মীরা যাবেন না। আইনি পথে লড়াই হবে।"এই বার্তার সঙ্গে কুণাল ভূপতিনগরের মানব কুমার পারুয়া, সুবীর মাইতি এবং নবকুমার পণ্ডাকে ও ভূপতিনগর থানার ওসি-কে এনআইএর পাঠানো চিঠি এক্স হ্যান্ডলেযুক্ত করে দিয়েছেন। উল্লেখিত তিন তৃণমূলকর্মীকে বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতার নিউ টাউনে এনআইএ দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওসি-কে বলা হয়েছে, ওই তিন জনের কাছে এই শমন ঠিকমত পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

প্রচারের প্রথম দিনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন রেখা পাত্র

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ মার্চ (হি.স.): বুধবার দিনের শুরুটা ভালোই করেছিলেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। কিন্তু, বেলার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি, সূত্রের খবর এমনটাই।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মঙ্গলবার কথা বলার পর বুধবার প্রচারে নেমেছিলেন সন্দেশখালির রেখা। প্রথমদিনে সন্দেশখালিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করার কথা ছিল তাঁর। গিয়েও ছিলেন রেখা। তাঁকে ঘিরে ব্যাপক উচ্ছ্বাসও দেখা যায়। ভালোবাসায় ভেসে কার্যত চোখে জল দেখা যায় রেখা পাত্রের।রেখা পাত্রের আত্মীয় সুজিত পাত্র বলেন, 'ও অসুস্থ। ডিহাইড্রেশন হয়েছে। আপাতত গাড়িতে রয়েছেন (বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট নাগাদ)। বাড়িতে যাচ্ছেন।' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি বৃহস্পতিবার আদৌ প্রচার ময়দানে দেখা যাবে রেখাকে? জবাবে সুজিত বলেন, 'এখনও পর্যন্ত আগামীকালের শিডিউল আসেনি। তাই কী পরিকল্পনা তা জানা নেই।'

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন তাপস মণ্ডলের

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.) : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় মোড়। জামিন পেলেন প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল। ইডির মামলায় পিএমএলএ আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন তাপস। বুধবার প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে তাপসকে ইডি আদালতে পেশ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এদিন তাপসের জামিনের আর্জি মঞ্জুর করেছেন বিচারক। ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয়েছে তাপস মণ্ডলকে ইডির এই মামলায় জামিন পেলেও, জেলমুক্তি হচ্ছে না নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডলের। সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতারির পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার যে মামলা চলছে তাঁর বিরুদ্ধে, সেই মামলায় জেলেই থাকতে হচ্ছে তাপসকে।তাপস মণ্ডলকে গ্রেফতার করেনি ইডি। তাঁকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন তাপস। একই অপরাধে সিবিআই-এর মামলায় জেল হেফাজতে থাকার পর আবার ইডি প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের আবেদন করে। সেই আইনি কারণে জামিন। যদিও এদিন তাপস মণ্ডলের জামিনের আর্জির তীব্র বিরোধিতা করেন ইডির আইনজীবী ভাস্কর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংশোধনী

বুধবার জাগরণ পত্রিকার ৩, ৫, ৭ নং পাতায় ডেট লাইনে ২৭ মার্চের পরিবর্তে ২৬ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে, এবং পৃষ্ঠা নং ৮-এ বাংলা ডেট লাইনে ২৬ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে। তাও পড়তে হবে ২৭ শে মার্চ। মাচঅসাবধানতাবশতঃ ভুলের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী।

কর্মাধ্যক্ষ
জাগরণ

ক্রীড়াঙ্গন

ক্রিকেট অনুরাগীকে সহজে ১০ উইকেটে হারিয়ে দারুন শুরু এগিয়ে চলো-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনেকটা টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের মতোই। ক্রিকেট অনুরাগীর বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। খেলা টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এক কথায় ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয় দিয়ে লীগ সূচনা এগিয়ে চলো সংঘের। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে ম্যাচ। প্রতিপক্ষ ক্রিকেট অনুরাগী। খেলা শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ক্রিকেট অনুরাগী ২৩.৩ ওভার খেলে ৫৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে তানিশা দাস সর্বাধিক ১৪ রান পায়। এগিয়ে চলো-র মামন, অঙ্কিতা ও প্রিয়ার কাছে পুরো ক্রিকেট অনুরাগীই যেন আত্মসমর্পণ করে বসে। মামন রবিদাস ১৭ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, অঙ্কিতা পাটারি ১৩ রানে তিনটি এবং প্রিয়া সূত্রধর একটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ ছাব্বিশ বল খেলে বিনা উইকেটে জয়ের লক্ষে পৌঁছায়। ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ (অপরাজিত ৪৩ রান) ও অনুভা পাল (অপরাজিত ১৭ রান) জুটি দলকে জয় এনে দেয়।

ফ্রেন্ডসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সুপার লিগ জমিয়ে তুলেছে ব্লাড মাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে। প্রথম লীগে ৫ উইকেটে পরাজয়ের জবাব দিয়েছে ৭ উইকেটে জয় তুলে নিয়ে। এই জয়ের সুবাদে একদিকে যেমন সুপার লীগ বেশ জমজমাট পর্যায়ে পৌঁছেছে, অপরদিকে খেতাবের দাবিদারও হয়ে উঠতে পেরেছে। সংহতিকে অনেকেই চ্যাম্পিয়নের দাবিদার স্বীকৃতি দিয়ে রানার্স নিয়ে টানাপোড়েন ব্লাড মাউথ, স্ফুলিঙ্গ এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর মধ্যে। টি আই টি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হওয়ার তিন বল বাকি থাকতে ১৮৭ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে ব্লাড মাউথের বিক্রম কুমার দাস এবং নিরুপম সেন চৌধুরীর দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ৩৩.২ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়েই ব্লাড মাউথ জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর রজত দে ৪৮ রান পেয়েছিল। বোলিংয়ে ব্লাডমাউথের রবি কার্তিকেয় ৪৫ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া আকাশ ও সৌরভ দাস পেয়েছিল দুটি করে উইকেট।

রাজ্য ক্রিকেটে সদর এ সেমিফাইনালে আজ ধর্মনগর-বিশালগড়, উদয়পুর-খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর বি-র পথ অনুসরণ করে সদর এ-ও শেষ চারে খেলা নিশ্চিত করেছে। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে। তবে সদর এ-ও নয় রানে কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে কৈলাশহরের বিরুদ্ধে। মূলতঃ হেরে বিদায় কৈলাশহরের। নকআউট খেলায় সদর এ কৈলাশহর কে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। নীপকো মাঠে সকাল সাড়ে নটায় ম্যাচ শুরুতে সদর-এ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩৩.৩ ওভার খেলে ১৩০ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে কৈলাশহর ব্যাট করতে নেমে ৩১ ওভার খেলে ১২১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে সদরের তানিষ্ক চক্রবর্তীর ৩৪ রান এবং কৈলাসহের দেবরাজ চক্রবর্তী ৩৪ ও ঋদ্ধিমান সরকারের ৩২ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে সদর এ-র অঙ্কিত দাস ২৭ রানে ৫টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। কৈলাশহরের সোহান মিয়া সূর্য ২৯ রানে চারটি এবং রাজদীপ সিনহা ১১ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। আগামীকাল তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে পঞ্চায়েত মাঠে ধর্মনগর ও বিশালগড় এবং নীপকো মাঠে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে উদয়পুর ও খোয়াই পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

শান্তিরবাজার কে হারিয়ে অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে সদর বি সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদরের দুটি দলই সেমিফাইনালে উঠেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের। পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে সদর বি দল এক উইকেটের ব্যবধানে শান্তিরবাজারকে পরাজিত করে শেষ চারে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। শান্তিরবাজার শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করলেও যথেষ্ট লড়াই করেছে আজ। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে শান্তিরবাজার প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩৯.১ ওভারে ১৩৮ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে সদর বি ৩৭.৪ ওভার খেলে অন্তিম উইকেটের জুটিতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের আইজ্যাক দেববর্মার সর্বাধিক ৪০ রান এবং শান্তির বাজারের কুনাল দেবনাথ এর ২৬ রান ও প্রশান্ত সেনের ২০ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে শান্তির বাজারের কুনাল চারটি এবং প্রশান্ত দুটি উইকেট পেলেও সদর বি-র কৃশ ভৌমিক পেয়েছে ২১ রানে দুটি উইকেট। তবে মনীষ ঘোষ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

জাতীয় হ্যান্ডবলে ত্রিপুরার রেফারি নিরুপম মালাকার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে খেলা পরিচালনার জন্য রেফারি হিসেবে ত্রিপুরা থেকে ডাক পেয়েছেন নিরুপম মালাকার। আগামী ৩১ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত বিহারের বেগুসরাইয়ে হ্যান্ডবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত ৫২ তম সিনিয়র ন্যাশনাল পুরুষদের জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে খেলা পরিচালনার জন্য সারা দেশ থেকে ১৫ জন রেফারি ও টেকনিক্যাল অফিসিয়াল হিসেবে মনোনীত করে হ্যান্ডবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা স্থলে উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ত্রিপুরা থেকে রেফারি হিসেবে আমন্ত্রণ পাওয়া নিরুপম মালাকার যথাসময়ে বিহারে পৌঁছুবেন বলে সংবাদ সুত্রে খবর রয়েছে।

নেপালে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে মীট প্রথম দিনেই পদকের ছড়াছড়ি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রতিটি ইভেন্টেই পদক পাচ্ছেন ত্রিপুরার এথলেটরা। প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে চ্যাম্পিয়নশিপ। মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সের আসর। প্রথম দিনে প্রচুর পদক ত্রিপুরা শিবিরে। কেউ বলছেন আমন্ত্রণ মূলক প্রতিযোগিতা কেউ আবার বলছেন অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র। স্বাভাবিক কারণে বিশেষ করে নিজ নিজ ইভেন্টে নেমেই স্বর্ণপদক পেয়ে যাচ্ছে এক দুইটি ক্ষেত্রে হয়তো রৌপ্য পদক বা ব্রোঞ্জ পদক পাচ্ছেন। এপর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ২২ জন এথলেট ৩৪ টি স্বর্ণপদকসহ মোট ৪৩ টি পদক জিতে নিয়েছে। নেপালের ইয়ুথ স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট ফোরাম আয়োজিত নেপাল আন্তর্জাতিক গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ সেখানকার পোখারায় রংশালা স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে লালবাহাদুর জয় দিয়ে শুরু তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা তরুণ সংঘেরও। ডে ম্যাচ। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উদ্যোক্তা ত্রিপুরার ক্রিকেট এসোসিয়েশন। আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি আসরের মতোই তরুণ সংঘ ৩০ রানের ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে পরাজিত করেছে। মূলতঃ এই জয় দিয়েই তরুণ সংঘেরও লিগ সূচনা। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকাল ন-টায় ম্যাচ শুরুতে তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে লাল বাহাদুরের শুরুটা আশাপ্রদ হলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ৪৫.৪ ওভার খেলে ১৪১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। লাল বাহাদুরের প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া সর্বাধিক ৪৯ রান পেলেও তরুণ সংঘের অস্মিতা দেবনাথ ৪৬ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর এগিয়ে রাখে। লাল বাহাদুরের অন্তরানী নোয়াতিয়া ২৭ রান পেয়েছিল। তরুণ সংঘের ঝুমকি দেবনাথ ১৫ রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। এছাড়া পৌলমী পাল এবং লাল বাহাদুরের রিফু দেববর্মাও দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

সুপার ডিভিশন : জেসিসি-কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় সংহতি ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম লীগের রেজাল্ট ফিরতে লিগেও বহাল রেখেছে সংহতি। হারিয়েছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব কে। প্রথম লীগে ৭ উইকেটে পরাজিত করলেও এবার ফিরতি লিগে চার উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সংহতি। এর সুবাদে চ্যাম্পিয়নের পথও অনেকটা প্রশস্ত হয়েছে সংহতির। টিসিএ আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ফিরতি লীগের খেলা। নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে জেসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেলেও তা যেন তেমন কাজে লাগাতে পারেনি। ২৫.৫ ওভার খেলে ৯৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। সংহতির বিক্রম দেবনাথ ১৬ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, যশজিৎ পেয়েছে দুটি উইকেট ১৫ রানের বিনিময়ে। জবাবে সংহতি উনত্রিশ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। জেসিসি-র শুভম ঘোষ ৫২ রান সংগ্রহ করলেও কার্যত তা কাজে আসেনি। সংহতির বিক্রম ২৭ রান এবং সপ্তজিৎ দাস ২৩ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। জেসিসির ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ তিনটি উইকেট পেয়েছিল। সংহতির অলরাউন্ডার বিক্রম দেবনাথ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেট জয় দিয়ে শুরু এ ডি নগর প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে শুরু এডি নগর প্লে সেন্টারের। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক সীমিত ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় এ ডি নগর প্লে সেন্টার জয়ী হয়েছে। হারিয়েছে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি দলকে। সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে এ ডি নগর প্লে সেন্টার ৩৮.৫ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজিত দলের সুপ্রিয়া দাস সর্বাধিক ৮৩ রান পেলেও এ ডি নগর প্লে সেন্টারের মৌটুসী দে ৬১ রান এবং প্রিয়াঙ্কা আচার্য্য ৫২ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। বিজয়ী দলের হিরামনি গৌড় ২৮ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছে। ভগিনী নিবেদিতার সেবিকা দাস দুটি উইকেট পেয়েছিল। অলরাউন্ডার প্রিয়াঙ্কা একটি উইকেট তুলে নেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

১২ মে-তে রেফারিদের ফিটনেস টেস্ট নতুন রেফারি নিয়োগের সিদ্ধান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফুটবল রেফারিদের ফিটনেস টেস্টের ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। আগামী ১২ ই মে ওইদিন উমাকান্ত মাঠে রেফারিদের ফিটনেস টেস্ট আয়োজন করা হবে বলে আজ, শনিবার সংস্থার কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাস ফুটবল প্রেমীদের থেকে নতুন রেফারি নিয়োগ করার উদ্যোগ নেয়া হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
এছাড়া, বৈঠক শুরুতে প্রাক্তন রেফারি এবং কার্যকরী সদস্য রনবীর পালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সংস্থার সম্পাদক এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

আগামী গ্রীষ্মে ভারত ও পাকিস্তান খেলবে অস্ট্রেলিয়ায়, থাকছে পূর্ণাঙ্গ সূচি

সিডনি, ২৭ মার্চ (হি.স.): ২০২৪-২৫ মরসুমের গ্রীষ্মের সূচি প্রকাশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। আগামী গ্রীষ্মে ভারত যেমন খেলবে বোর্ডার-গাভাস্কার টেস্ট সিরিজটি, সেই সঙ্গে খেলবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল, তেমনি গ্রীষ্মে অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজও খেলবে। অর্থাৎ আগামী গ্রীষ্মে ব্যস্ত সময় পার করবে অস্ট্রেলিয়া দল।
এক নজরে দেখে নেয়া যাক অস্ট্রেলিয়ায় ভারত-পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গসূচি।
পাকিস্তান পুরুষ দলের বিপক্ষে:
**১ম ওয়ানডে- ৪ নভেম্বর, এমসিজি, মেলবোর্ন
**২য় ওয়ানডে- ৮ নভেম্বর, অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড
**৩য় ওয়ানডে- ১০ নভেম্বর, পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ
**১ম টি-টোয়েন্টি- ১৪ নভেম্বর, গ্যাবা, ব্রিসবেন
**২য় টি-টোয়েন্টি- ১৬ নভেম্বর, এসসিজি, সিডনি
**৩য় টি-টোয়েন্টি- ১৮ নভেম্বর, ব্লান্ডস্টোন অ্যারেনা, হোবার্ট
ভারত পুরুষ দলের বিপক্ষে:
**১ম টেস্ট- ২২-২৬ নভেম্বর, পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ
**২য় টেস্ট (দিবারাত্রির)- ৬-১০ ডিসেম্বর, অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড
**৩য় টেস্ট- ১৪-১৮ ডিসেম্বর, দ্য গ্যাবা, ব্রিসবেন
**৪র্থ টেস্ট- ২৬-৩০ ডিসেম্বর, এমসিজি, মেলবোর্ন
**৫ম টেস্ট- ৩-৭ জানুয়ারি, এসসিজি, সিডনি।
ভারত মহিলা দলের বিপক্ষে:
**১ম ওয়ানডে- ৫ ডিসেম্বর, অ্যালান বোর্ডার ফিল্ড, ব্রিসবেন
**২য় ওয়ানডে- ৮ ডিসেম্বর, অ্যালান বোর্ডার ফিল্ড, ব্রিসবেন
**৩য় ওয়ানডে- ১১ ডিসেম্বর, ওয়াকা গ্রাউন্ড, পার্থ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

Court of the
FORM NO. 4
Proclamation requiring District Lappetence of a person accused
(See section 82 of the Code of Criminal Procedure)
Case No:-GR-189 of 2006 COURT NO-1
Next Date:- 01-04-2024.
The State of Tripura.... V/s.....Sri.Kamaljit Sinha.
WHEREAS complaint has been made before me that Sri.Kamaljit Sinha, S/O Sri.tampal Sinha, Of Dalugoan (Baghyapur,, PS-Kailashahar, Unakoti Tripura has committed(or is suspected to have committed) the offence punishable under section 366 of I.P.C and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said Sri.Kamaljit Sinha, cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said Sri.Kamaljit Sinha has absconded(or, is concealing
himself to avoid the service of the said warrant); Proclamation is hereby made that the said Sri.Kamaljit Sinha, S/O Sri.tampal Sinha, Of Dalugoan (Baghyapur,, PS-Kailashahar, Unakoti Tripura is required to appear at 10 O'clock
before this Court(or before me) to answer the said complaint on 01-04-2024..
Dated, this 17" day of Feb, 2024
612 No...
.Dated, 17-02-2024
Forwarded to the O/C, Kailashahar PS, Unakoti,Tripura for causing execution and return before the next date.
KAILASHAHAR POLICE COURT Unakoti, Tripura. RECEIVED

Judicial Magistrate
1st Class, Kailashahar::Unakoti Tripura

ICA/D-2011/24

ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ বাড়াতে সচেতনতামূলক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের, গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব। রাজ্যে নবীন প্রবীণ ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ বাড়াতে এবং ভোটে প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন, আগরতলা শাখার উদ্যোগে এবং রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সহযোগীতায় নরসিংগড় স্থিত ত্রিপুরা ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (টিআইটি) তে একদিনের এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার নাম সিস্টেমেটিক ভোটার এডুকেশন এন্ড ইলেক্টরেল পার্টিসিপেশন তথা এসভিইইপি। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডিশনাল সিইও শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, টিআইটি-র অধ্যক্ষ বিজয় কুমার উপাধ্যায়, ডেন ঝুনু দেববর্মা এবং সিবিসি আগরতলা শাখার আধিকারিক সুদীপ্ত কর।অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখতে গিয়ে সুদীপ্ত কর বলেন, ভোটদান আমাদের অধিকার এবং কর্তব্য। ত্রিপুরায় ভোট মানেই এক উৎসব, রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ভোটদান হয়। সেই সংখ্যাটি যেন আরো বাড়ে তার দায়িত্ব নবীনদের নিতে হবে। চলুন সবাই মিলে আমাদের গণতন্ত্রের অধিকার প্রয়োগ করে আদর্শ নাগরিকের কর্তব্য পালন করি।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতটি নাগরিককে আপোষহীনভাবে ভোটদানের জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, ভোটারদের ভোটদানে সচেতন ও শিক্ষা প্রদানের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন ২০০৯ সাল থেকে পদ্ধতিগত ভোটার শিক্ষা এবং নির্বাচনী অংশগ্রহণ তথা সিস্টেমেটিক ভোটার এডুকেশন এন্ড ইলেক্টরেল পার্টিসিপেশন, এসভিইইপি চালু করেছে। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন সি — ভিজিল সহ কিছু অ্যাপ চালু করে যাতে ভোটাররা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করতে পারেন এবং তথ্য জানতে পারেন।তিনি আরো বলেন, ভোটের দিনটিকে একটি ছুটির দিন ভেবে বাড়িতে বসে না কাটিয়ে সকাল সকাল ভোটদান করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের এটি কর্তব্য। তিনি সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং নতুন ভোটারদের ভোট দিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং তাদের অভিভাবক ও প্রতিবেশীদের ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন।অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি তথা টি আই টি -র অধ্যক্ষ বিজয় কুমার উপাধ্যায় এবং ডিন-একাডেমী ঝুনু দেববর্মা ছাত্রছাত্রীদের ভোটদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারত এবং সাধারণ নির্বাচনের উপর ক্যুইজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এদিন ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে ভোটদানের জন্য শপথ গ্রহন করানো হয়।শপথ বাক্য পাঠ করান সিবিসি আগরতলা শাখার আধিকারিক সুদীপ্ত কর। গোটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি এবং উৎসাহ ছিল লক্ষ্যনীয়।

রেলে কাটা পড়ে স্কুল ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। রেলের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু এক স্কুল ছাত্রীর। ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার মনুঘাট এলাকায়। মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার মা ও বাবা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্বস্তিকা দেওয়ান নামের ওই স্কুল ছাত্রী বুধবার স্কুলে যায় সকালে। কিন্তু তার পরে দুপুর নাগাদ বাড়িতে খবর আসে মনু রেল ব্রিজ এলাকায় রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে তার। এই খবরের পরিবারের সদস্যরা ছুটে গিয়ে দেখতে পায় স্বস্তিকার রক্তাক্ত মৃতদেহ। এতেই কান্নায় ভেঙে পরেন তার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। তবে কি কারণে আত্মহত্যা করেছে ওই ছাত্রী সে বিষয়ে স্পষ্টত কিছুই জানা যায়নি। তবে পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্টের জন্যই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে বলে খবর।

১৪ বাধারঘাট মন্ডলের অন্তর্গত নিশিকান্ত চাকমা শক্তি কেন্দ্রের সাংগঠনিক বৈঠকে পশ্চিম ত্রিপুরা কেন্দ্রের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, বিধায়িকা মীনা রাণী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

লোকসভার দুটি আসনেই পদ্ম ফুটবে ঃ হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। ত্রিপুরার দুইটি লোকসভা আসনেই পদ্ম ফুল ফুটবে। আজ রাজ্যে আসে এমনটাই দাবি করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি।

প্রসঙ্গত, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে রাজ্যে এসেছেন হরিয়ানার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নায়ক সিং সাইনি। এদিন তিনি মনোনয়ন মিছিলেও অংশগ্রহণ করেন।

এদিন তিনি বলেন, হরিয়ানায় গিয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব দাবি করেছিলেন ১০টি লোকসভা আসনেই পদ্ম ফুল ফুটবে। আজ তিনি ত্রিপুরার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সর্মথনে আসে দাবি করেছেন ত্রিপুরায় দুইটি লোকসভা আসনে বিজেপি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।

কঙ্গনাকে 'কুরুচিকর' মন্তব্য, সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকে শোকজ নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি. স.): ভোটের ময়দানে নামতেই কঙ্গনা রানাওয়াতকে নজিরবিহীন কটাক্ষ করেন কংগ্রেসের সুপ্রিয়া শ্রীনাতে। সুপ্রিয়ার 'কুরুচিকর' পোস্ট ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়। নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ ওঠে সুপ্রিয়া শ্রীনাতের বিরুদ্ধে। এবার সেই ঘটনায় কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকে শোকজ করল নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের তরফে সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকে শোকজ নোটিস পাঠিয়ে বলা হয়েছে, "এমন মন্তব্য নারীদের সম্মান, মর্যাদার প্রতি আপত্তিকর, ভীষণ অপমানজনক এবং অবমাননাকর।" আগামী ২৯ মার্চ বিকেল ৫টার মধ্যে সুপ্রিয়া শ্রীনাতের থেকে উত্তর চেয়ে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে আরও জানানো হয়েছে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনার পক্ষ থেকে কোনও উত্তর না পাওয়া গেলে, এই বিষয়ে আপনার বলার কিছু নেই বলেই ধরে নেওয়া হবে। তখন নির্বাচন কমিশন আপনাকে আর কিছু না জানিয়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, কঙ্গনা রানাওয়াতকে বিজেপি এবার হিমাচল প্রদেশের মান্ডি আসন থেকে প্রার্থী করেছে। গত রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর সুপ্রিয়া শ্রীনাতের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কঙ্গনা সম্পর্কে একটি অবমাননাকর পোস্ট করা হয়। সেই পোস্ট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতেই তিনি পোস্টটি সরিয়ে দেন। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন যে অন্য কেউ ওই পোস্টটি করেছেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করে। বুধবার সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকে শোকজ করা হয় নির্বাচন কমিশনের তরফে।

বাংলাদেশে মাদ্রাসার বিস্তার হিন্দু-বিরোধী প্রজন্ম তৈরি করেছে, অভিযোগ তথাগতের

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.) : বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী মনোভাব ও আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় সেদেশের মাদ্রাসাকে দায়ী করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বুধবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "যুক্তরাজ্যে সোরোস এবং অন্যদের অর্থায়নে পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি সম্পদ ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে সক্রিয়। আমার কাছে এটা পরিস্কার যে বাংলাদেশে মাদ্রাসার বিস্তার হিন্দু-বিরোধী এবং ভারত-বিরোধী ইসলামবাদীদের পুরো প্রজন্ম তৈরি করেছে। সময় হয়েছে ঘুম থেকে ওঠার।"প্রসঙ্গত, জর্জ সোরোস একজন হাঙ্গেরিয়ান-আমেরিকান ধনকুবের এবং ফান্ড ম্যানেজার। ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং বিদেশমন্ত্রকের এক্স হ্যান্ডলের সঙ্গেও তথাগতবাবু যুক্ত করেছেন এই বার্তা।

ধর্মনগরে প্যারীমোহন লোকসংস্কৃতি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ মার্চ।। সংস্কৃতির পীঠস্থান উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্যারীমোহন সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত দ্বিতীয় প্যারীমোহন লোকসংস্কৃতি উৎসব। লীলা দেবনাথ স্মৃতি মঞ্চে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল নাথ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সমর চক্রবর্তী।

লোকসংস্কৃতির প্রচার এবং প্রসারের মূল লক্ষ্য নিয়ে প্রতি বৎসর এই সোসাইটির এই ধরনের লোকসংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে। তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও লোকসভা নির্বাচনের কারণে বিভিন্ন প্রশাসনিক অসুবিধা থাকায় এবারকার মতো এ অনুষ্ঠানটি একদিনের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। ধর্মনগর এবং তার পার্শবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন লোকোসংস্কৃতির দল তাদের শিল্পকলা নিয়ে উপস্থিত হন।পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রামকথা নৃত্যনাট্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।একে একে উঝা নৃত্য, হজাগরি নৃত্য , বিচ্ছেদি গান, হাসন রাজার গান, দোলের গান এবং কবি গান সহযোগে নৃত্য প্রদর্শন হয়।বিশেষ নজর কারা অনুষ্ঠানটি হয় বৃন্দ বাদন।

বিভিন্ন লোকো বাদ্যযন্ত্র একসাথে সুরে এবং তালে বাজিয়ে এক নজর কারা দৃষ্টিনন্দন অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন ধর্মনগরের স্থানীয় কিছু উৎসাহী লোকশিল্পীরা।এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত আরো কিছু অনুষ্ঠান যেমন লোকোসংস্কৃতি বিষয়ক বিশেষ সেমিনার এবং আঞ্চলিক ভাষায় কবিতার আসর সংস্থার নিজস্ব অফিস ঘরে অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানটি ১০০ ভাগ সফল হওয়ার জন্য অনুষ্ঠানের আহ্বায়িকা সুনন্দা দেবনাথ এবং সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক হিল্লোল দেবনাথ সকলকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানান।

বাধারঘাট রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টার বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়ল যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। রাজধানী আগরতলার বাধারঘাটস্থিত রেল স্টেশন রাজ্যের একটি প্রধান রেলস্টেশন। কিন্তু এবার এই রেলস্টেশনেই ঘটলো এক আজব কান্ড।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, প্রত্যেকদিনের ন্যায় আজ অর্থাৎ বুধবার ও ভোর ৫টা ২৫ মিনিটে রাজধানী আগরতলা বাধারঘাট স্টেশন থেকে উদয়পুরের জন্য একটি ডেমু ট্রেন ছিল। সেই মোতাবেক শতশত যাত্রী আগরতলা থেকে উদয়পুর যাওয়ার জন্য ভোর আনুমানিক ৪টা থেকেই সংশ্লিষ্ট রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে ভীড় জমায়। কিন্তু ভোর আনুমানিক ৪টা থেকে টিকিটের আশায় বসে থেকে রেল চলে আসলেও খুলেনি টিকিট কাউন্টার। যার ফলে রেল স্টেশন কতৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারনে দীর্ঘক্ষন লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে শতশত যাত্রীদের। যার ফলে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় যাত্রীদের মধ্যে একপ্রকার ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

অবশেষে ভোর আনুমানিক ৫টা ৩০ মিনিটে রেল আসায় তখনও টিকিট কাউন্টার না খোলায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিনা টিকিটেই আগরতলা থেকে উদয়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রেল যাত্রীরা। এই গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাধারঘাট রেল স্টেশন কতৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্নচিহ্নের জন্ম দিচ্ছে।

নাবালিকাকে নির্যাতনের দায়ে ডানকুনি থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

হুগলি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : এক নাবালিকার মুখ চেপে ধরে ঝোপে নিয়ে গিয়ে তাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে হুগলির ডানকুনিতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে বুধবার আদালতের মাধ্যমে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আটক করা হয়েছে এক নাবালককে।

সোমবার সন্ধ্যা থেকে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল ডানকুনিতে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ১৫ বছরের এক বালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দোকানে যাবে বলে। অভিযোগ, রাস্তা থেকে তার মুখ চাপা দিয়ে তুলে নিয়ে যান তিন জন। তার পর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালায়। বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। ঘটনার কথা তার মাকে জানালে তিনি কয়েক জন প্রতিবেশীকে জানান। নাবালিকা শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। নাবালিকার বাবার অভিযোগ, "আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। আমি দোষীদের শাস্তি চাই।"পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়। সেই ঘটনার গ্রেফতার করা হয় ঋত্বিককুমার ঠাকুর নামে এক জনকে। ধৃতের বিরুদ্ধে ৩৭৬(১) আইপিসি ও ৪/১৭ পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।বুধবার শ্রীরামপুর আদালতে হাজির করানো হয়। পাশাপাশি, এক নাবালককে জুভেনাইল আদালতে হাজির করানো হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পাঠানের বিরুদ্ধে বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ কংগ্রেস

মুর্শিদাবাদ, ২৭ মার্চ, (হি.স.): প্রচারে শচীন তেণ্ডুলকরের ছবি ব্যবহারে নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠল মুর্শিদাবাদের বহরমপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ কংগ্রেস।সম্প্রতি ইউসুফ পাঠানের প্রচারে একটি ব্যানার দেওয়া হয়েছে। যাতে ইউসুফ পাঠানের ছবি রয়েছে। সঙ্গে ২০১১ ক্রিকেট বিশ্বকাপের জয়েক মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে। যাতে ছবি রয়েছে শচীন তেণ্ডুলকরেরও। তাতেই আপত্তি কংগ্রেসের।কংগ্রেসের দাবি, 'আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের জয়ের মুহূর্ত সকলের কাছে খুবই আবেগের। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে এই ধরনে মুহূর্ত ব্যবহার করা অনুচিত।' ইউসুফ পাঠান নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে বলেই দাবি কংগ্রেসের। তৃণমূলের তারকা প্রার্থীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে।জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, 'কান্দিতে ব্যবহার করা ছবি নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছি।

ফের নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ, সুষ্ঠ বিচারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৭ মার্চ।। আবারও এক গৃহবধূর উপর নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৈরাগী বাজার এলাকার মিনা সরকারকে ১২ বছর আগে মেলাঘর পৌরসভা ৯ নাম্বার ওয়ার্ডের লেংটা দরগার মানিক সরকারের ছেলে সুজন সরকারের সাথে সামাজিক রীতি মেনে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।বিয়ের দুই বছর পর থেকে মিনারানী সরকারের উপর স্বামী সুজন সরকার সহ তার শশুর শাশুড়ি নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু এরমধ্যেই মিনারানী সরকারের দুইটি মেয়ে সন্তান জন্ম নেয় একজনের বয়স ১১ এবং একজনের বয়স ৬। এরপর মিনারানী সরকার আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়।তার পর থেকে শুরু হয় প্রতিনিয়ত নির্যাতন এবং নির্যাতনের মাত্রা এতটাই গভীর হয়ে যাই যার ফলে মিনারানী সরকার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্বামী সুজন সরকারের বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে চলে যাই। তারপর মিনারানী সরকারের বাপের বাড়িতে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় যার বয়স এখন ৬ মাস। পুত্র সন্তান হওয়ার ছয় মাস পর এলাকাবাসীরা একটি সালিশি সভা করে মিনারানী সরকারকে পুনরায় স্বামী সুজন সরকারের বাড়িতে দিয়ে আসেন। কিন্তু কিছুদিন ঠিকঠাক চললেও বিগত কয়েকদিন ধরে আবার নির্যাতন শুরু করে মিনারানী সরকারের উপর তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলে অভিযোগ। এমনকি গতকাল রাতে স্ত্রী মিনারানী সরকারকে মারধর করতে গেলে এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে শাশুড়ি খুকু রানি সরকার এলাকাবাসীদের বিশ্রী বাসায় গালিগালাজ করতে থাকে।এদিকে গৃহবধূ মিনারানী সরকারের অভিযোগ তার স্বামী সুমন সরকার নাকি পরকীয়াতে যুক্ত। সেই কারনেই প্রতিনিয়ত নির্যাতন করেন তার ওপর। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং এলাকাবাসীরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি সুষ্ঠ বিচার চাইছেন।

গাঁজা পাচারকাণ্ডে জড়িত তিন যুবক পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ মার্চ।। গাঁজা পাচার কাণ্ডে জড়িত তিন যুবককে আটক করল বিলোনিয়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজনগর ব্লকের পিপাড়িয়া খলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা কান্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ওই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিলোনিয়া মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস। সাথে ছিলেন থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে, ইন্সপেক্টর শিব শংকর সাহা, সঞ্জীব দেববর্মা, রাহুল রিয়াং সহ পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পুলিশ ধৃত তিন জনকে বুধবার দুপুরে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে।

গাজা কান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশের হাতে ধৃত তিন যুবকের নাম বিকাশ সরকার, প্রশান্ত বৈদ্য ও সুজিত বৈদ্য। এরমধ্যে বিকাশ সরকার একজন এসপিও পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় কিভাবে গাঁজা পাচার কাণ্ডে জড়িত তা নিয়ে অবাক জনগণ।

বিধায়ক হিসাবে ইস্তফা কৃষ্ণ কল্যাণীর, খালি পিএসি চেয়ারম্যানের পদও

কলকাতা, ২৭ মার্চ, (হি.স.): রায়গঞ্জের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। বুধবার বিধানসভায় গিয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছেন তিনি। তাঁর ইস্তফা গৃহীত হয়েছে।কৃষ্ণবাবুর পদত্যাগের ফলে রায়গঞ্জের বিধানসভা বিধায়কহীন হয়ে পড়ল। সেখানে আবার উপ-নির্বাচন হবে। এ ছাড়া তিনি বুধবার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। ফলে ওই পদটিও ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে রায়গঞ্জ কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন কৃষ্ণবাবু। তার পর কয়েক মাসের মধ্যে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল তাঁকে সেই রায়গঞ্জ কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী করেছে।গত ১০ মার্চ ব্রিগেড সমাবেশ থেকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করেন। তার পরেই কৃষ্ণবাবু জানিয়ে দিয়েছিলেন, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার আগে তিনি বিধায়ক এবং পিএসি চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। সেই মতো বুধবার তিনি স্পিকারের হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দেন।

উত্তর জেলার নির্বাচনী প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক দিক নিয়ে বিস্তারিত জানালেন নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি কাজল দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ মার্চ।। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয় যুক্ত করার জন্য কার্যকর্তাদের সাথে একযোগে কাজ করবেন উত্তর জেলা সভাপতি। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা বলেন বিজেপি দল কতৃক নির্বাচিত নব জেলা সভাপতি কাজল দাস।

সামনেই লোকসভা নির্বাচন। আর এই লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় যুক্ত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে উত্তর জেলার কার্যকর্তারা। বুধবার বিজেপি দলের উত্তর জেলার নির্বাচনী প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক দিক নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন দলের নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি কাজল দাস।

জেলা সদর ধর্মনগরের পদ্মপুর স্থিত ভারতীয় জনতা পার্টি দলের জেলা কার্যালয়ে বুধবার সন্ধ্যা ছটা নাগাদ নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নব জেলা সভাপতি ডাকে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা জহর চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এদিন উত্তর জেলা সভাপতি জানান ভারতীয় জনতা পার্টির উনার ওপর আস্থা রেখে জেলা সভাপতি বানিয়েছেন। এই গুরু দায়িত্ব তিনি পালন করতে সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

তাছাড়া আগামী ২৬ শে এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণ পর্ব। সেটাতেও বিজেপি প্রার্থী কিভাবে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়, সেই বিষয়ে সমস্ত কার্যকর্তাদের সহিত মিলিত হয়ে একত্রে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।